ভূম্যধিকারি সভার

বৃত্তান্ত

প্রথম ভাগ

কলিকাতা

বিশাপ কালেজে ছাপা হইল

১২৪৫ সাল।

ভূমিকা।

ভূম্যধিকারি সভা প্রায় চারিমাস স্থাপিত হইয়াছে ইহাতে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতাস্থ ও তন্নিকটবর্ত্তি প্রধান২ জমিদার ও তালুকদার নিযুক্ত হইয়াছেন এতদ্ভিন্ন দূরস্থ জমিদার এবং ইংলণ্ডীয় সৌদাগর, নীলকর, ইজারদার প্রভৃতি অনেকে ইহার অংশী হইয়া বিশেষ মনোযোগ করিতেছেন।

সভার স্থাপন বিষয়ে গবর্ণর জানরেল সাহেবকে নিবেদন করা গিয়াছে তাহার উত্তর এই পুস্তকে ছাপা হইল, সভাহইতে যখন যে প্রশ্ন ও দরখাস্ত হইবেক তাহার উত্তরেও মনোযোগ করিবেন এমং স্বীকার করিয়াছেন।

গত ৪ মাসের সভার বৃত্তান্ত ছাপাকরা গেল, দূরদেশস্থ এবং যাঁহারা এতদ্বৃত্তান্ত অনবগত আছেন তাঁহারা পাঠানন্তর বিবেচনা করিবেন যে এই সভার দ্বারা বহুবিধ উপকার ও রাজকর্ম্মকারিরদিগের কর্ত্তৃক যে২ অপমান ও ক্ষতি হইতেছে তাহা নিবারণার্থে তাঁহারা স্ব২ দেশে ভূম্যধিকারি ও ভদ্রগণ একত্র হইয়া ঐক্য বাক্য পূর্ব্বক যদি বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তবে শাখা সভা স্থাপন করিয়া এই বৃহৎ কর্ম্মে অংশী ও ফলভাগী হয়েন, শাখা সভা করিতে সংপ্রতি বিশেষ ব্যয় বা পরিশ্রম নাই, প্রত্যেক জেলায় এই সভার সব কমিটিরূপে দুই২জন জমিদার ও ইংলণ্ডীয় সৌদাগর নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের সহিত লিখন দ্বারা স্ব২ দেশে ও আপন২ বিষয়ে যখন যাহা উপস্থিত হইয়াছে বা হইবেক তাহা যথার্থ বিবরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা সম্বলিত প্রেরণ করেন তাহার উপায় চেষ্টা এই সভার দ্বারা হইতে পারিবেক।

পুনশ্চ এই সভা করা এবং আপন২ বিষয় রক্ষার্থে এপ্রকার চেষ্টাকরা রাজ্যশাসনকর্ত্তাদের অনভিমত নহে অতএব ইহাতে কোন আশঙ্কা করিবেন না ইতি।

আষাঢ় ১২৪৫ শাল
কলিকাতা
ভূম্যধিকারি সভার দপ্তরখানা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুর
সম্পাদক।

ভূম্যধিকারি সভার

[illegible]

[illegible] প্রথমাবস্থায় এতদ্দেশীয় ভূম্য[illegible] মান, ক্ষমতা, ও অবস্থা ছিল [illegible] ধিকারিরদিগের বর্ত্ত[illegible] অবস্থা ও বিষয় রক্ষার্থে যে ক্লেশ ও ক্ষতি তাহা [illegible] অনুভূত আছে, সুতরাং তাহার বিশেষ বর্ণনায় [illegible] প্রয়োজনাভাব।

২. রাজস্বের কর বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইদানীন্তন অনেক [illegible] নিয়ম সৃজন হইয়াছে, এবং নিয়মান্তর সৃজনের প্রতি[illegible]দিন ভয় প্রদর্শনও হইতেছে, ইহাতে সাধারণ তাবৎ ভূম্যধিকারির বিশেষত নিষ্কর ভূমিভোগিরদিগের অব্যবহিত অথবা পরম্পরাসম্বন্ধে লাভ ও জীবনোপায়ের উচ্ছেদ অথবা বহুতর ব্যাঘাত জন্মাইবার সম্ভাবনা।

৩ তদ্বিষয়ে আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ হইলে অনুমান হয় যে দশশালাবন্দবস্তের উপর ব্যাঘাত হইতে পারে, আর বর্ত্তমান ভূম্যধিকারিরা অধিক কাল স্ব২বিষয় রক্ষা ও ভোগ করণে অক্ষম হইবেন।

৪ ভূম্যধিকারিরদিগের স্বত্ব, অথবা বিষয় রক্ষার্থে বর্ত্তমান কোন উপায় দৃষ্ট হয়না, যেহেতু ইহাঁদিগের মধ্যে বিষয় ঘটিত পরস্পর ঐক্য পরামর্শ, বা চেষ্টা কিছুই নাই।

৫ নিরন্তর রাজনিয়ম বা রাজআজ্ঞা যাহা হইয়াছে তাহাতে উক্ত ব্যক্তিদের পূর্ব্বসংস্কার কিছুই থাকে নাই, গবরণর জানেরেল তাহা গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে তৎসংক্রান্ত বিষয় ভোগিব্যক্তিরদিগের মত না লইয়া কালেকটর কমিসিনর ও বোর্ডের মত এক পক্ষ অবধারণ পূর্ব্বক জারি করেন।

৬ গবরণর জানরেল এবং কোর্ট আপ ডাইরেকটর সাহেবেরাও ঐসকল ব্যক্তিরদিগের মত গ্রহণ পূর্ব্বক উচিত বা যথার্থ বোধে ভূপ্ত [illegible]

৭ আমারদিগের মৌনস্বীকার করা তদ্বিষয়ের প্রতি কারণ হয়।

৮ রাজ আজ্ঞা বা রাজনিয়মের দ্বারা যখন সাধারণ অনিষ্ট হয় তখন সাধারণ চেষ্টাকরা উচিত।

৯ ইংলণ্ডীয় গবরন্মেণ্ট অথবা রাজ্য পালনের মূল অভিপ্রায় উত্তম, কিন্তু রাজ কর্ম্ম কারিরা অযোগ্যতা বা ভ্রান্তিজন্য বিপরীত করেন।

১০ ইংলণ্ডীয় রাজদরবারে সাধারণ কোন ক্লেশ বা ক্ষতি ও অপকার নিবারণ চেষ্টা না করিলে নিবারিত হয় না, উপরের হাকিমেরদিগকে যথার্থ অযথার্থ বুঝাইতে পারিলে চেষ্টায় সফল হওয়া যায়।

১১ ইহার দৃষ্টান্তস্থল অনেক দিতে পারা যায়।

১২ অতএব এদেশে অনেক বিষয়ে যে২ ক্লেশ অপমান ক্ষতি আছে তাহার নিবারণ চেষ্টা কর্ত্তব্য।

১৩ এচেষ্টা কোন ১। ২। ৩। ব্যক্তির দ্বারা হইতে পারে না, বহুজনের মনোযোগ ও চেষ্টা আনুকূল্যতার আবশ্যক।

১৪ যদি ভূম্যধিকারিরা একত্র ঐক্য একপরামর্শ হইয়া আপন২ মান, পদ, বিষয় ইত্যাদি রক্ষণার্থে চেষ্টা করেন, তবে দেশের সাধারণ উপকার হইতে পারে।

১৫ আপনারদিগের ক্লেশ, ক্ষতি, অপকার, অপমান, অমঙ্গল জনক যে২ বিষয় আছে তাহা রাজনিয়মানুসারে হাকিমের দিগের নিকটে আবেদন পত্র দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে কৃতকার্য্য না হও তথাপি উপর২ রাজকর্ত্তারদের নিকট পর২ আপিলকরা উচিত।

১৬ ইহাহইতে বহুবিধ উপকার, আদালতে ও রাজ দরবারে আমারদিগের যে অপব্যয় হইতেছে তাহা হইবেক না, অথবা অল্প হইতে পরিবেক। রাজকর্ম্ম কর্ত্তার দ্বারা যে প্রকার অপমানিত হইতে হয়, তাহার নিবারণ হইতে পারিবেক, আমারদিগের কিপর্য্যন্ত অধীনত্ব ও হাকিমেরদিগের আমাদিগের উপর কি পর্য্যন্ত প্রভুত্ব, তাহাস্থির করা যাইতে পারিবেক, কর বিষয়ে সীমা হইবেক, এবং মকদ্দমা, যুদ্ধ, প্রাণহানি, অর্থনাশ, কম হইতে পারিবেক।

এই সকল অভিপ্রায়ে কতিপয় প্রধান লোকেরা একত্র হইয়া হিন্দুকালেজে এক বৈঠক করেন, তাহাতে ভূম্যধি কারিরদের এক সভা স্থাপনকরা স্থিরকরা যায়, আর তাহারকর্ত্তব্য কর্ম্ম ও নিয়মকরণার্থে শ্রীযুত রাজা রাধা কান্ত বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র, শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন, ইহাঁদের উপর ভারার্পণ হয়।

পরে ১২৪৪ শাল ১৫ ফাল্গুন হিন্দু কালেজে পুনরায় এক সভা করেন তাহাতে

শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর,

মধুসূদন শান্যাল,	কালীকৃষ্ণ বাহাদুর,
প্রসন্নকুমার ঠাকুর,	বরদাকণ্ঠ রায়,

দেবীপ্রসাদ রায় মোক্তার, নবকৃষ্ণ সিংহ,
প্রাণনাথ চৌধুরী, কালীনাথ রায় চৌধুরী,
রামকমল সেন, নীলকমল পাল চৌধুরী,

প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক আগত হইয়া বৈঠক করেন, ইহাতে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর কহিলেন, যে পূর্ব্বে এই স্থানে যে সভা হইয়াছিল তন্মতানুসারে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, বাবু রামকমল সেন, বাবু ভবানীচরণ মিত্র, এবং আমি, এই কয়েক জনের উপর ভূম্যধিকারি সভার রীতি নিবদ্ধ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে এবং তদনুসারে যে রীতি নিবদ্ধ করিয়াছেন তৎ পাঠের ও অদ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের পূর্ব্বে একজন সভাপতি করা আবশ্যক হয়, পরে বাবু রামকমল সেন কহিলেন, যে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, সভাপতি কর্ম্মে নিযুক্ত হন ইহাতে বাবু রমা নাথ ঠাকুরের পোষকতা করাতে সকলের মত হইল।

তদনন্তর সভাপতি রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ভূম্যধি কারি সভার নিয়ম পত্র যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিবার নিমিত্ত বাবু রামকমল সেনকে অর্পণ করিলেন, এবং ঐ বাবু তৎ পত্রপাঠ করিলেন, যথা

এক ভাবিসমাজের পাণ্ডুলিপি তাহার নাম হইবেক

ভূম্যধিকারি সভা

নিয়ম

১ এই সভার অভিপ্রায় প্রথম ভূম্যধিকারিবর্গের সাধারণ উপকার বৃদ্ধি করণ

২ বর্ণজাতি জন্মস্থান কিম্বা শাস্ত্রের প্রভেদ ব্যতিরেক ভূমিসম্পর্কীয় সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত পরস্পর হৃদ্যতা ও মিত্রতাবর্দ্ধন

৩ ভূমির লাভ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সম্বাদ বিস্তার করণ

৪ ভূম্যধিকারিবৃন্দিগের পরস্পর ভেদ ও বিবাদ ভঞ্জন এবং নিষ্পত্তি করণ

৫ আপন২ বিষয় রক্ষার্থে রাজ্যের দাওয়ার যথার্থ সীমা স্থির করিতে যত্নকরণ

৬ ভূমিসম্পর্কীয় সকল লোকের স্বত্বহানিজনক ব্যবস্থা অর্থাৎ আইন প্রচার হইলে রাজস্থানে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনকরণ

৭ ভূম্যধিকারি এবং ভূমি সংক্রান্তব্যক্তির স্বত্বরক্ষার্থে কোন নূতন ব্যবস্থা আবশ্যক বোধ হইলে ঐ ব্যবস্থার নিমিত্ত প্রার্থনাকরণ

৮ ঐ ব্যক্তি সকলের অপকার জনক যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার লোপ প্রার্থনা করণ

যখন এমত বোধ হইবে যে কোন ব্যক্তির বিষয় উৎপাত গ্রস্ত হইলে সর্ব্ব সাধারণের বিষয় উৎপাত গ্রস্ত হইবে তখন ঐ ব্যক্তির প্রতি সভার আনুকূল্য বিস্তার করিয়া তাহার বৃত্তান্ত দেশাধিপতির নিকট আবেদনকরণ

১০ এইক্ষণে পুনর্গ্রহণের অর্থাৎ বা[illegible]গের ব্যাপার যে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ রূপ আর কোন অত্যাচার অথবা চিরস্থায়ি নিয়ম অতিক্রম হইলে যথা বিধি তাহার প্রতিকার করণ

১১ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চিরস্থায়ি নিয়ম অর্থাৎ মোকররি বন্দোবস্ত করিতে ঘোষণা দ্বারা অঙ্গীকার ছিল ঐ অঙ্গীকার যাহাতে পরিপূর্ণ করেণ তাহার নিমিত্ত যত্নবান্ হওন

১২ রাজধানীর ধর্ম্মাধিকরণে অর্থাৎ আদালতে ও রাজকর্ম্মস্থানে অর্থাৎ সরকারি দপ্তর খানায় দূরদেশবাসি ভূম্যধিকারিরদিগের কার্য্যেসাহায্য করণ এবং সচরাচররূপে তাহারদিগকে সভা সম্পর্কীয় তাবৎ বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান

১৩ উপরি লিখিত অভিপ্রায় সিদ্ধিকরণার্থ এই প্রস্তাব হইতেছে যে নীচের লিখিত কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত করা যায়

১৪ দ্বাদশ ব্যক্তির এক সম্প্রদায় অর্থাৎ কমিটী গুলিবাঁট দ্বারা মনোনীত করা যাইবে প্রতিবৎসরান্তে চারিজন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে নির্গত হইবেন এবং তাঁহারদিগের স্থান গুলিবাঁট দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে ঐ সকল ব্যক্তি পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে পারিবেন

১৫ আবশ্যক হইলে কমিটি আপন সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন কিন্তু আগামি সাধারণ বৈঠকের সম্মতি অপেক্ষা করিবে

১৬ ঐ কমিটি স্বীয় সংখ্যা হইতে একজন প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাধ্যক্ষ ও বাইসপ্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ প্রতিনিধিসভাধ্যক্ষ ও ধনাধ্যক্ষ মনোনীত করিবেন

১৭ উভয় পক্ষের মত তুল্য হইলে যে পক্ষে সভাধ্যক্ষ অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রতিনিধিসভাধ্যক্ষ মত দিবেন সে পক্ষ প্রবল হইবে

১৮ তাবৎ মতামত গুটিকাপাতদ্বারা স্থির হইবেক

১৯ সেক্রেটরি অর্থাৎ কর্ম্মসম্পাদক ও আসিস্টেণ্ট সেক্রেটরি অর্থাৎ সহকারি সম্পাদক কমিটি কর্ত্তৃক নির্ধারিত ও অধিকাংশ সভ্য দ্বারা নিযুক্ত হইবেন

২০ কমিটির সম্মতি লইয়া সেক্রেটরি আপন আমলা নিযুক্ত করিবেন্ ও তাঁহারদিগের স্থানে প্রতি মাসে হিসাব মঞ্জুর করাইবেন্

২১ সভার দপ্তরখানায় সরকারী আইন ও অন্য আবশ্যক পুস্তক ও কাগজ পত্র রাখা যাইবেক

২২ প্রতিমাসের প্রথম সোমবারে কমিটির এক বৈঠক হইবে আর বিশেষ প্রয়োজনমতে কমিটির ব্যক্তিদ্বয় কিম্বা সভার পঞ্চজন কর্ত্তৃক আহূত হইলে বৈঠক হইবে

২৩ কমিটির বৈঠকে পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাবান্ হইবেন

২৪ প্রতি ত্রৈমাসিক কমিটি কর্ত্তৃক একদিন স্থির হইয়া সভ্যগণের এক সর্ব্ব সাধারণ বৈঠক হইবে

২৫ সভ্যগণের গ্রহণ ও বহিষ্করণ এবং সভাসম্পর্কীয় সমস্ত বাদানুবাদ অধিকাংশের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক

২৬ কোন সভ্যব্যক্তি সভা হইতে বিরত হইতে বাসনা করিলে একমাস পূর্ব্বেসংবাদ দিবেন

২৭ কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার এক জন উত্তরাধিকারী অপরদায়াদের অনুমতি লইয়া পৈতৃক স্বত্বানুসারে সভ্যস্বরূপে মনোনীত হইতে পারিবেন এবং নূতন প্রবেশের দক্ষিণা তাঁহাকে দিতে হইবেক না

২৮ কোন ব্যক্তি সভার সামাজিক হইতে বাসনা করিলে সেক্রেটরিদ্বারা কমিটিকে নিবেদন করিবেন

২৯ সভার সমাজিক পদাভিলাষি ব্যক্তির অন্য কোন গুণাপেক্ষা করে না কেবল সভার অভিপ্রায় সিদ্ধি হয় এমত বাসনা থাকিলে সভ্য যোগ্য হইবেন

৩০ সভ্য ব্যক্তি লিখিত প্রতিনিধিদ্বারা সাধারণ বিষয়ে সম্মতি দিতে পারিবেন

৩১ কমিটির আজ্ঞানুসারে অনুপস্থিত সভ্যগণের পক্ষে প্রতিনিধি অর্থাৎ মোক্তারগণ বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারিবেন্

৩২ প্রত্যেক সভ্যকে সভাপ্রবেশ নিমিত্তক পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা দিতে হইবেক এবং বার্ষিক চাঁদা বিংশতি মুদ্রা প্রতি বৎসর আগামী দিতে হইবেক

৩৩ সভার অভিপ্রায় বৃদ্ধি করণেচ্ছুক সভ্য ব্যক্তি কিম্বা অন্যলোক যে অর্থ প্রদান করিবেন তাহা গ্রহণ করিতে কমিটি ক্ষমতা বান্ হইবেন

৩৪ কমিটিকে বিশেষরূপে অনুরোধ করাযাইবেক যে তাঁহারা ভারতবর্ষের ইংরাজের রাজ্যের প্রতিজেলাতে শাখাকমিটি সংস্থাপনার্থ যত্ন করিবেন যেহেতুক তদ্দ্বারা সভার অভিপ্রেত সকল বিষয়ের সমাচার পরস্পর জ্ঞাপন করাযাইবেক

৩৫ কোন ব্যক্তি চাঁদার টাকা না দিলে সভায় সম্মতি দিতে পারিবেন্ না

৩৬ কমিটির আজ্ঞানুসারে মূলধন কোন ব্যাঙ্কে রাখাযাইবে কিম্বা তাহা-দিগের বিবেচনা মতে অন্য কোন নির্বিঘ্ন স্থানে রাখা যাইবে

৩৭ নিয়ম ব্যয় সেক্রেটরি ও দুইজন সভ্য স্বাক্ষর করিলে পাইবেন্

৩৮ অনিয়মব্যয় কমিটির আজ্ঞানুসারে তাঁহারদিগের কার্য্য বিবরণের বহীতে লেখা হইলে পাইবেন

৩৯ সেক্রেটরি প্রত্যেক মাসিক বৈঠকের বিবরণ সভাপতির স্বাক্ষর করাইয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রাখিবেন আর সভ্যদিগের অনায়াস দৃষ্টি গোচর কারণ গবরনমেণ্ট কিম্বা সরকারী কর্ম্মচারির সহিত সাধারণ বিষয় নিষ্পত্তির সকল কাগজ পত্রের নির্ঘণ্ট করিয়া রাখিবেন

৪০ সভার সামাজিকগণের অথবা অপর ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সভার এক কিম্বা অধিক সামাজিককে মধ্যস্থ স্থির করিতে পারিবেন ঐ মধ্যস্থেরা সভার অভিপ্রেত বিষয় সকল নিষ্পত্তি করিবেন্

পরে এই নিয়ম পত্র সকলের মনোনীত হইয়া স্থির হইল যে সর্ব্বসাধারণ আহ্বান পূর্ব্বক টৌনহাল নামক সাধারণ গৃহে এক বৈঠক করা যায় ইহা অবধারিত হইল।

ভূম্যধিকারি সভা

৭ চৈত্র তারিখ সোমবার বৈকালে ৪ ঘণ্টা সময়ে টৌন হালে প্রথম সভা হইল তাহাতে প্রধান ২ ভূম্যধিকারি ও অন্য ভদ্র লোক একত্র হইয়াছিলেন বিশেষতঃ

শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর,	শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর,
রমানাথ ঠাকুর,	রাজা বরদাকণ্ঠরায় বাহাদুর,
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,	রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর,
	কালীকৃষ্ণ বাহাদুর,
অভয়াচরণ বন্দোপাধ্যায়,	শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব,
কুমার সত্যচরণ ঘোষাল,	রামরত্ন রায় চৌধুরী,
রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরি,	শম্ভুচন্দ্র মিত্র,
রামকমল সেন,	উদয়চাঁদ বশাক,
মুন্সী মহাম্মুদ আমীর,	মথুরানাথ মল্লিক,

প্রভৃতি প্রায় ২০০ লোক এবং অন্য ২ রাজা ও ভূম্যধি

কারি সমূহ যাঁহারা ঐ সভায় স্বয়ং আগমনে অক্ষম ছিলেন তাঁহাদিগের মোক্তার আসিয়াছিলেন।

এবং ইংলণ্ডীয় কতিপয় সাহেব লোকও আসিয়া ছিলেন, তদ্বথা মেষ্টর ডিকিন্‌স সাহেব, মেং জর্জ প্রিন্‌সেপ সাহেব, এবং ডেবিড হের সাহেব, তদ্ভিন্ন অন্যান্য মান্য লোক ছিলেন। তন্মধ্যে কেবল ডিকিন্‌স সাহেব ব্যতিরিক্ত সকলের কথোপকথন ও কর্ম্ম কার্য্য গৌড়ীয় ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাপতিত্বে স্থির হইলে রাজা বাহাদুর কহিলেন যে বঙ্গদেশীয় যাবদীয় রাজার মধ্যে নবদ্বীপাধিপতি অতিপ্রাচীন বংশোদ্ভব, অতএব তিনি সভাপতিযোগ্য; কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজা বরদাকণ্ঠও প্রাচীন বংশোদ্ভব, এ বিধায়ে সভাপতির উপযুক্ত, পরন্তু সম্মান প্রদানে এ পদে আমাকে নিযুক্ত করিবাতে স্বীকার করিলাম।

পরে কহিলেন যে ইংলণ্ডীয় রাজ শাসনের মধ্যে প্রজাসকল পরম সুখে বাস করিতে ছিল, কিন্তু যদবধি প্রত্যাদান অর্থাৎ বাজেয়াপ্তবিষয়ে বিধি অর্থাৎ আইন সকল প্রকাশ হইয়াছে, তদবধি সকলেই অত্যন্ত উৎক-ণ্ঠিত, বিশেষত ভূম্যধিকারিরা অর্থাৎ জমিদার সকল

মহান্ধকারে মগ্ন আছেন, গবরন্মেণ্ট অর্থাৎ রাজা প্রজার পক্ষে কি উপকার করিয়াছেন? কয়েক বৎসর হইল দক্ষিণ দেশ জলপ্লাবিত হওয়াতে গবরন্মেণ্ট কিছুদিনের জন্য কর অর্থাৎ খাজানা স্থগিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহার লাভ অর্থাৎ সুদসমেত আদায় করিয়া লওয়াতে অনেক লোকের বিষয় উচ্ছন্ন হয়, একারণ তাহাদের ও প্রজাদের অতিশয় দুঃখ হইয়াছে, অধিকন্তু নিষ্করভূমির কর গ্রহণ বিষয়ে যেসকল বিধি হইয়াছে তাহা ততোধিক দুঃখদায়ক, তদ্ধেতু এক সভাস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এসভার ফলভাগী কেবল কলিকাতাস্থ লোক হইবেন এমৎ নহে, বরং সর্ব্বদেশীয় লোক এই সভার সহিত পরস্পর সংযোগদ্বারা ফলভাক্ হইবেন।

প্রয়োজনানুসারে গবরন্মেণ্টে আবেদন করা এ সভার কর্ত্তব্য, এবং ঐ সকল বিষয়ে ভ্রম বশত কোন রীতি নিরূপিত হইয়াথাকে, তবে এই সভাহইতে তাহার নিবারণের চেষ্টা হইবেক, এবং ইহার দ্বারা, দুঃখসমূহ ক্রমশ দুঃখনিবারণক্ষম লোকেরদের কর্ণেপ্রবেশ হইবেক।

যেমন লোকে প্রসিদ্ধ আছে, যে এক তৃণ যাহা অঙ্গুলি দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন হয়, কিন্তু ঐ তৃণ যখন সমূহ রূপ একত্র হইয়া রজ্জুভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তদ্দ্বারা মত্তহস্তিকে

বন্ধন করিয়া অধীন করা যাইতে পারে, সেই রূপ মনুষ্য জাতি সমূহ একত্র হইলে তাদৃশ সামর্থ্য জন্মায়।

গবরন্মেণ্ট কৃত নিয়মের শুভাশুভ বিবেচনা, ও তাঁহাদিগের নিযুক্ত কর্ম্মকারিরদিগের অনুসন্ধান, ও পুয়োজনানুসারে গবরন্মেণ্টে আবেদন, ইত্যাদি কারণে এই রূপ সভাস্থাপনের অত্যন্ত আবশ্যকতা।

পরে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির মতে সম্মত হইলেন, এবং কহিলেন, যে ঐ সভার নাম ভূম্যধিকারি সভা হউক।

পশ্চাৎ রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের মতে এবং সভাপতির মতে সম্পূর্ণ রূপে পোষকতা করিলেন, এবং সভাস্থ সকলেরই ঐ রূপ মত হইল।

পরে ডিকিন্‌স সাহেব কহিলেন, যে সভাপতির অনুমত্যনুসারে ঐ সভার অনুষ্ঠানপত্র ইংলণ্ডীয় ভাষাজ্ঞলোক সকলকে অবগত কারণ আমি ঐ ভাষায় পাঠ করি, এবং যিনি আমা অপেক্ষা ঐ ভাষা উত্তমরূপে জানেন তিনি ইহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বুঝাইবেন। পশ্চাৎ তিনি ঐ অনুষ্ঠান পত্রের পাঠকরিলেন, যাহা ২৮ ফালগুন তারিখের সমাচার দর্পণে দৃষ্ট হইতে পারিবেক।

পরে সভাপতি কহিলেন যে ইহার পূর্ব্বে হিন্দু কালেজে অনেক প্রধান২ জমিদার দিগের ও অন্যান্য মান্য লোকের এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে ইহা স্থির হইয়াছে, যে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ও বাবু রামকমল সেন, ও বাবু ভবানীচরণ মিত্র, এবং আমি, এই কয়েকজন ভাবি সভার রীতি নিবন্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি, আর কহিলেন, যে ইংরেজী অনুষ্ঠান পত্র যাহা মেং ডিকিন্‌স সাহেব পাঠ করিলেন, তাহা যাঁহাদের বোধগম্য হয় নাই, তাঁহাদের নিমিত্ত উহার বাঙ্গলা অনুবাদ আমি পাঠ করি।

অনন্তর অনুষ্ঠান পত্র পাঠকরত যে২ নিয়মে তৎকালীন মনোযোগের আবশ্যকতা হয়, সেইস্থানে কহিলেন, যে তোমারা এই সকল স্থানে বিশেষ মনোযোগ করহ।

পরে রাজা রাজনারায়ণ রায়বাহাদুর কহিলেন, যেসকল ব্যবস্থা রাজা বাহাদুর এইক্ষণে পাঠ করিলেন ঐ সকল ব্যবস্থা আগামি সভাতে ধার্য্য হইবেক, ইহাতে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সম্মত হইয়া পোষকতা করিলেন।

পরে ডিকিন্‌স সাহেব অগ্রসর হইয়া কহিলেন।

যে মহাশয়েরা যে বিষয়ের নিমিত্ত এইসভা করিলেন, তাহাতে এবং যে সকল নিয়ম আপনারা স্থির করিলেন,

ইহাতে ও আমি আহ্লাদিত হইলাম, কেননা এই নিয়মে সভা স্থাপিতা হইলে দৃঢ়তর হইতে পারিবেক।

এবিষয়ে আপনারদের যে উৎসাহের অঙ্কুর পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত এবিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা আবশ্যক জানিয়া কহিতেছি, নতুবা ইহার সম্বন্ধে থাকিতাম না, আমি রাজসম্পর্কীয় বিষয়ের প্রতি আন্দোলন করিতে আসিয়াছি এমৎ নহে, এবং অন্যের মতে সম্মত হইতে আসিয়াছি ইহাও নহে, কেবল স্বীয়মত ব্যক্ত করণেচ্ছু, এবং অভিপ্রায় করি, যে তোমাদিগেরও এইরূপ মত হইবেক। আমি বহুমূল্য অনেক নীলের কোঁঠির কর্ত্তা, এবং জেলা গোরক্ষপুরের অনেক ভূমির অধিকারী, যাহা গবরমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, আর ঐ সকল বিষয়কে এমৎ উর্ব্বরা করিয়াছি, যে আমার উত্তরাধিকারি সন্তানদিগের তদ্দ্বারা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবেক।

যদ্যপি আমি এদেশ পরিত্যাগ করি, তথাপি এদেশের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকিবেক, ইহা নিশ্চয় রূপে জানিতেছি, যে আইন পরিবর্ত্তন দ্বারা সাহেব লোক এ দেশে স্থাবরাদি বিষয় ক্রয় করণে সক্ষম হন তন্নিমিত্তে যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা যখন তোমারদিগের মনে উদয় হইবেক, তখন আপনারা অবশ্য আহ্লাদিত হইবেন,

কেননা উভয়দেশের পরস্পর এইরূপ সম্পর্ক থাকিলে উভয়ের জ্ঞানবৃদ্ধি ও আত্মীয়তা ও উন্নতি হওনের সম্ভাবনা।

এবং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই সাধারণ বিষয়ের উপকারার্থ প্রাণ পণে যত্ন করিব, আর ভারত বর্ষে রাজনীতি বিষয়ক সাধারণ উপকারার্থ প্রথম সভা এই যাহাতে কোন বর্ণ জাতি প্রভেদ কর নাই, একারণ আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, এবং দেখিতেছি যে এই সভা উত্তমোত্তম বিষয়ের অঙ্কুর স্বরূপ এবং ইহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাসও হইতেছে, যে ঐ অঙ্কুরের উন্নতিকরণে যাহা আবশ্যক হয় তাহার কোন অংশে ত্রুটি হইবেক না। আমিকহিয়াছি যে এবিষয়ে আমারদের উৎসাহ পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে শাসনকর্ত্তাদের অসম্মতি বা কোন বাধকতা নাই; গত চার্টর অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় রাজাজ্ঞাপত্র অথবা যে পরওনা দিয়াছেন তাহার নাম ভারত বর্ষের স্বাধীনতা প্রদর্শকপত্র, কিন্তু ঐ পত্রে কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না যে ভারত বর্ষীয় কোন জাতীয় লোকের রাজনীতির নিয়মে ঐ পত্রের নামানুরূপ ক্ষমতা আছে। আমি ঐ চার্টরের প্রশংশা করিনা, এবং চার্টর কর্ত্তারদিগকে ও সাধুবাদ করিনা, এবং তাঁহারা অতিশয় বুদ্ধিমান অগ্রে ফলানুসন্ধান পূর্ব্বক কর্ম্মকরিয়া

থাকেন ইহাও স্বীকার করিনা, তথাপি শিষ্টাচারে বোধ করি যে তাঁহারা ফলের চেষ্টাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছেন এবং এক্ষণে ঐ সকল ফলের লাভ দেখিয়া পুলকিত হইতেছেন। আশ্চর্য্য এই যে তাঁহারা প্রকাশ করেন, শাস্য প্রজা ও শাস্তা রাজা এতদুভয়েই তুল্য এবং আইন বিষয়ে সকললোক তুল্যরূপে ফলভাগী হয়েন, অর্থাৎ সকল লোক সমান ছোট বড় ভেদ নাই ও রাজার নিকটে সমস্তপ্রজা সমান রূপ হয়, কিন্তু কার্য্যদ্বারা প্রজা লোকের প্রতি কোনকর্ত্তৃত্ব বা স্বাধীনতা নাই।

যেমন ফ্রান্সদেশে তদ্দেশীয়দিগের এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে কোন একমতের স্থির করিয়াছিলেন, যদ্যপি তৎফল তাঁহারা পূর্ব্বে বিবেচনা করিতে পারেন নাই, তথাপি তৎকালে সদভিপ্রায়ে তাহা স্থির করিয়াছিলেন। আমরা যে এই বৈঠক করিলাম ইহাও তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের একফল, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন এবং রাজশাসনের মধ্যে এই এক উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন, যে প্রজা বর্গেরা সাধারণ রূপে আপনাদিগের যাহাতে লাভ সুখ অথবা স্বাধীনতা হয় এমত যত্ন করিতে পারিবেক, এবং আমরা ঐ চার্টরে যাহা লিখিত তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, আর যদি সাবধানে তদনুসারে চলিতে

পারি তবে ঐ চার্টরের উত্তমরূপে ফল ভাগী হইব ইহাতে সন্দেহ নাই।

হে মহাশয়গণ, আমরা গবরন্মেণ্টে দেশের মঙ্গলার্থে আবেদন করিব, এতদর্থে সকলে ঐক্য হইয়া এই বৈঠক করিলাম, এবং গবরন্মেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিবেন তাহাতে আমাদিগের দুঃখ নিবারণ হইবেক, এবং গবরন্মেণ্টে আবেদন করা সকলের পক্ষে সমান অর্থাৎ সকলেরই আবেদন করণের ক্ষমতা আছে অতএব এতদর্থে ঐক্য হওয়া সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং বিবেচনা সিদ্ধ হয়, পরন্তু আমার এমৎ অভিপ্রায় নহে যে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ে যে সকল বিধি হইয়াছে, বিচার পূর্ব্বক বাহুল্যরূপে তাহার এক্ষণে বিবেচনা করা যায়; কিন্তু তদ্বিষয়ে কিঞ্চিত প্রশ্ন করিতে বাসনা করি, এবং তদনুসারে কিঞ্চিৎ কহিতেও চাহি, যাহাতে বোধ হইবেক যে আমাদের এই সভা নিরর্থক নহে। অপর স্পেসিএল কালেকটর ও ডিপিউটি কালেকটর এবং স্পেসিএল কমিস্যনর যাঁহারা এক্ষণে ভূমি বিষয়ে হাকিমী করিতেছেন, ইহাঁদিগের ন্যায় বিচার কর্ত্তা পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় নাই, কারণ ইহাঁরা স্ব২ বেতন ব্যতিরিক্ত ইতর লাভকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছেন

এবং আপনাদের বৃদ্ধি হওনের উপায়ান্তর রাখেন না, এবং ইহাঁরা বিচারবিষয়ে এমৎ পক্ষপাত রহিত হয়েন যে তাহাঁদিগের ন্যায় অপক্ষপাতী যথার্থকারী কোন দেশে ও কোন কালে দৃষ্ট হয়নাই, কিন্তু সম্প্রতি ইহা সকল কথা মাত্র, অতএব আমি অনুভব করি যে ইহাঁরা ও অন্যদেশীয় বিচার কর্ত্তাদিগের সদৃশ হইলেন, এবং ইংলণ্ডীয় উত্তম কালের বিচার কর্ত্তাদিগের তুল্যহয়েন, ও ইদানী ফ্রান্‌সদেশীয় বিচার কর্ত্তাদের সমান হয়েন, ও আমরিকা দেশের ইউনাটেড ষ্টেট্‌স নামক সাম্রাজ্যের বিচার কর্ত্তাদের তুল্য হইতে পারেন। যদি ইংলণ্ড ও ফ্রান্‌স ও পূর্ব্বোক্ত আমরিকা দেশে কোন লোকের স্থাবরাদি বিষয়ের নিদর্শন নিমিত্ত তলব হয়, অথবা নিষ্কর ভূম্যাদির প্রমাণের নিমিত্ত রাজাজ্ঞা পত্র অর্থাৎ পরওয়ানা আইসে আর ঐ সকল বিষয়ের বিচার নিমিত্ত খাস কালেকটর ও কমিসিনর সাহেবের ন্যায় রাজকর্ম্মকারি লোকের উপর ভার হয় যাহাঁরা নিতান্ত রাজার অধীন এবং রাজার অনুগ্রহে কিছু কালের নিমিত্ত ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং প্রজার পক্ষে অন্যায় অবিচার করিলে অপরাধী ও দণ্ডনীয় হয়েন না, আপন২ কর্ম্মের জবাব দিতেও হয় না, রাজা ফরিয়াদী তাহাঁরপক্ষে পক্ষপাতী হয়েন তবে ইংলণ্ডীয়লোক ও ফ্রান্‌সদেশীয়

লোক ও পূর্ব্বোক্ত আমরিকাস্থলোকেরা তদ্বিষয়ে কিরূপ বিবেচনা করিবেন? আমরা বোধ করি যে তাঁহারা ঐ বিষয়ের যথার্থ বিচার হইয়াছে ইহা কদাপি কহিতে পারিবেন না আমাদিগেরও ঐ রূপ মত হয় অর্থাৎ আমরা ইহাকে অবিচার বলি আর ইহার প্রতি-কার নিমিত্ত আমরা এই বৈঠক করিয়াছি, যদি ইং লণ্ডীয় লোকেরা রাজার নিতান্ত অধীনব্যক্তিরদ্বারা ঐ প্রকার বিচারে অসন্তুষ্ট হয়েন. তবে আমরাও অসন্তুষ্ট কেন না হইব।

আপনারা অবগত আছেন যে নূতন চার্টরে লিখিত বিধি বিষয়ে সকলেই সমান অর্থাৎ ইতর বিশেষ নাই ও বিচার কর্ত্তাদিগের সকলকে সমান রূপে ব্যবহারকরা উচিত হয়।

আপনাদের মনে এমৎ বোধ হইবেকনা যে যাহা আমি কহিতেছি তদ্দ্বারা কোন লোকের বিশেষত গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ হইতেছে, অর্থাত আমার অভিপ্রায় নহে যে তাঁহাদিগের উপর দোষারোপণ হয়, আমি সর্ব্বদাই কহি যে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় উত্তম আর সেই অভিপ্রেত মত যথার্থরূপে সিদ্ধ হইলে ভাল. অতএব আপনাদের দুঃখনিবারণ নিমিত্ত সাধারণ

বিষয়ের জন্য অনেকে একত্র হইলে, বিশেষ সামর্থ্য হই তেপারে, অর্থাৎ চেষ্টাদ্বারা রাজার ঐ অভিপ্রেত সিদ্ধ করিতে পারাযায়।

রাজস্বের মধ্যে কোন বিশেষ প্রকরণ কহিতে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম প্রজাদিগের স্থাবরাদি বিষয়ের উপর সনন্দের অনুসন্ধান ব্যবস্থানুসারে গবরন্মেণ্ট বিচার করি তেপারেন ইহা ইংরেজ কিম্বা অন্য সভ্য জাতীয়েরা অঙ্গী কার করেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার অধিক বক্তব্য নাই, কিন্তু ইহা বিবচনা করিতে পারাযায়, যে গবরন্মেণ্ট অর্থী অর্থাৎ ফরিয়াদী অন্য কোন প্রজা প্রত্যর্থী অর্থাৎ আসামী এ উভয় বিচার স্থলে উপস্থিত হইলে, যদি আসামীর প্রতি তাহার নিদর্শন পত্র সপ্রমাণ করিতে আজ্ঞা হয় তবে গবরন্মেণ্ট ঐ বিষয় সকর করিতে সমর্থ হইবেন না।

আর প্রজারা ৬০। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে, তাহার অন্যথা করা সম্ভবেনা, এবং মকদ্দমার ব্যয় গবরন্মেণ্টকে দিতে হয় না, কেবল প্রত্যর্থীকেই ব্যয় ও ষ্টাম্পের মূল্য দিতে হয়, অর্থাৎ আদালতে উভয়েই সমান, বিধিপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বিবেচনা না হইলে প্রজাকে পরাভূত করিতে পারেন না অর্থাৎ মকদ্দমা করিতে সরকারের কোন খরচা নাই,

কিন্তু প্রজার তাবদ্বিষয়ে খরচা লাগে, তবে নূতন আগত ইংলণ্ডীয় লোক ইহা শুনিলে কি কহিবেন না, যে এ বিচার বিপরীত হইতেছে, যদি কহেন ইহা যথার্থ বিচার হইতেছে, তবে অবশ্য বোধ হইবেক, যে যুক্তিসহ বিচারের রীতি যাহা তিনি শিক্ষিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ বিলাত হইতে যে চার্টর আসিয়াছিল, তদনুসারে এ বিচার নহে, এস্থলে উপস্থিত প্রকরণে যাহা আমি কহিয়াছি ও কহিতেছি তদ্দ্বারা গবরন্মেণ্টের বিচার ক্ষমতা অথবা ব্যবস্থাকরণের ক্ষমতারপ্রতি কোন দোষারোপ হইতেছে এমৎ বোধ হয় না, গবরন্মেণ্ট এক পক্ষে সম্রাট অথবা অধিপতি, দ্বিতীয় পক্ষে স্বয়ং মণ্ডলাধিপতি অর্থাৎ জমিদার, তাহাতে যে পক্ষে মণ্ডলাধিপতি তৎপক্ষে অধিক দুঃখভোগ করিতে হয়, কিন্তু এই সকল বিষয় যাহা মুদ্রা যন্ত্রে অঙ্কিত হইতেছে তদ্বিষয়ে মুদ্রা যন্ত্রের এমৎ শক্তি নাই, যে স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেণ, সুতরাং এদুঃখ পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় প্রবল হইতেছে, যেদেশে প্রজাদিগের পরস্পর একতা ও সভ্যতা নাই, এবং রাজার প্রতি স্নেহ নাই, তদ্দেশে যে প্রকার কর গ্রহণের সদুপায় হয়, তদ্রূপ এতন্নগরস্থ কতিপয় মুদ্রাযন্ত্রাগার ও অন্তঃপাতি দেশীয় কতিপয় মুদ্রাযন্ত্রাগার স্থাপন হইয়া ছিল। আর শুনিতে পাই যে আবশ্যক

হইলে তদ্বিষয়ে কোন বাধা হইতে পারে না, যে হেতু বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যা এই তিন রাজধানীতে ভূমি নিষ্কর রাখিয়া রাজ্যের অন্যাংশে অধিককর গ্রহণ করা অত্যাচার হয়। যে দেশের প্রজাসকল অনভিজ্ঞ আর রাজা অতিশয় দূরদর্শী সভ্য ও বিচক্ষণ ও সদ্বিবেচক হয়েন, তদ্দেশীয় প্রজার সহিত রাজার যে নিয়মাবধারণ অর্থাৎ বন্দোবস্ত যাহা লার্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেব করিয়াছেন, তাহাকে উত্তম কহা যায়, আর যদ্দ্বারা রাজা প্রজাদের পুরুষানুক্রমে আদর্য্য ও মান্য হইতে পারেন, এতদ্রূপ কর্ম্ম লার্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেব প্রজাদের সহিত চিরস্থায়ী নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ঐ নিয়ম বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রূপে ও প্রতিকূলে যে সকল কারণ দর্শাইয়া এক্ষণকার রাজশাসন কর্ত্তারা অতিক্রম করিতেছেন, তাহা উত্তম বা অধম ইহা আমারদের কহিতে ইচ্ছা নাই।

১৭৯৩ শালে বাঙ্গলা রাজ্যের করগ্রহণের যে নিয়ম ঐ লার্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেব করিয়াছেন তাহাকে কেহ২, স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে অন্যায্য কহেন, এবং কারণ দর্শান, যে ১৮০৩ শালে কিম্বা ১৮০৫ শালে উত্তর পশ্চিম ভাগে যে সকল দেশ গবরন্মেণ্টের হস্তগত হয়, তাহার ৮।১০। বৎসর পরে অধিকন্তু ১৮৩৮ শালে অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার নির্ব্বাহ কিরূপে হয়? দ্বিতীয়

কারণ দর্শান, যে মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই দুই রাজ্যের রাজকর আদায়ের ক্রমশ হ্রাস হইয়াছে, অতএব দেখ যে শুদ্ধ বঙ্গদেশের কর দ্বারা সর্ব্বত্র নির্ব্বাহ হইতেছে। অতএব লেখক দিগের এসকল হেতু বাদে যে২ অনাবশ্যক দেশ রাজা জয় করিবেন, তাহার ও কর তোমারদিগকে দিতে হইবেক, কিন্তু লেখকদিগের এপ্রকার বিবেচনাতে যে ব্যয় তাঁহারা অনুভব করেন, তদপেক্ষা অধিকতর বোধ হইতেছে। আপনাদের বৈঠক করণের প্রতি কারণ সমূহ ছিল, যাহার নিমিত্ত এই বৈঠক করিলেন, ইহাতে অত্যাহ্লাদিত হইলাম। যাঁহারা চার্টর পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন আমি তাহাঁদিগকে প্রশংসা করিতেছি, যেহেতু তৎকালীন এই সকল ভবিষ্যৎ ফল তাঁহাদের বুদ্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে সকল ফল দৃষ্টে আনন্দিত হইতেছেন অর্থাৎ চার্টরে যদি তোমাদিগকে এমৎ ক্ষমতা নাদিতেন তবে তোমারা এপ্রকার একত্র হইয়া এ বৈঠক করিতে পারিতে না। ইংলণ্ডীয় রাজেশ্বরের ভারতবর্ষীয় অথবা ইংলণ্ডীয় প্রজা সকলেরই তুল্য যোগ্যতা এবং স্বস্বক্ষমতাপন্ন হওয়া উচিত। অর্থাৎ জাতি বর্ণ বা মত বিবেচনা না করিয়া ইংরেজ মসলমান হিন্দু সকলেই সমান ক্ষমতা স্বাধীনতা যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া স্ব২ বিষয় নির্ব্বাহ করেন, বহু লোকের মিলনে যে শক্তি

জন্মে তদুপদেশ আপনারা অদ্যপ্রাপ্ত হইলেন, এবং ইহা গ্রহণ করা সকলেই অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং ঐ উপদেশ দ্বারা যে শক্তি প্রাপ্ত হইবে তাহাকে তোমরা উত্তম রূপে ব্যবহার এবং রক্ষা করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুত অনেকের একতা উত্তমাভিপ্রায়ের চিহ্ন দায়ক, এবং সাধারণ বিষয়জন্য একত্র হওনে কোন হানি নাই, কিন্তু গোপনীয় বিষয় নিমিত্ত সম্মিলিতে দোষাবহ হয়, ইহা গবরণ্মেণ্ট অবশ্যই জানিতে পারিবেন। আপনারা রাজ নীতি পরামর্শ বিধানে যোগ্য হইয়াছেন, অতএব এই উত্তম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাকে সুন্দর মতে নিষ্পন্ন করিবেন ইহাতে দ্বিধা নাই। আমি ভারতবর্ষে নাথাকিলেও এবি ষয়ে উৎসাহ যুক্ত হইয়া সাহায্য করিব, এবং অনুমেয় যে ইংলণ্ড দেশে গমন করিলে মদীয়শক্ত্যপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারিব।

পরে রাজা রাজনারায়ণ রায়বাহাদুরের প্রস্তাবে সকলের সম্মতি হইল।

বাবু রাম কমল সেন কহিলেন যাঁহারা এই সকল বিবরণ শুনিলেন তন্মধ্যে অনেকে অবগত হইলেন যে ইহাতে অসংখ্য উপকার জন্মিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, অতএব অনাবশ্যক বোধে এবিষয়ে অধিক কথনে

নিষ্প্রয়োজন, যে হেতু এই সভার তাবদ্বৃত্তান্ত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ হইবেক, এমৎ কল্প আছে। পরে তিনি ইহা কহিলেন যে বর্ত্তমান বৎসর নিমিত্ত

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমর ঠাকুর,	রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর,
দ্বারকানাথ ঠাকুর	রাধাকান্ত বাহাদুর,
কুমারসত্যচরণ ঘোষাল,	বাবু আশুতোষদেব,
টিডিফিন্‌স সাহেব,	রামরত্নরায়,
প্রিন্‌সেপ সাহেব	রামকমল সেন,
রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর,	মুনসি মহাম্মদ আমীর,

ইহাঁরা কর্ম্মাধ্যক্ষতায় মনোনীত হয়েন, ইহাতে রায় কালী নাথ চৌধুরীর সম্মতি ব্যক্ত হইলে সভ্যগণ ধার্য্য করিলেন।

অপর কুমার সত্যচরণ ঘোষাল কহিলেন যে ভাবি সভা দ্বারা যে ২ উপকার হইবেক, তাহা মহাশয়েরা অবগত আছেন, এবং সকলেই বাঞ্ছিত ছিলেন যে এক সভার স্থাপন হয়, কিন্তু এই সভা অর্থের সহায়তা ভিন্ন নির্ব্বাহ হইতে পারে না, অতএব আবশ্যক ব্যয় নিমিত্ত নিরূপিত বা ঐচ্ছিকদানের এক চান্দা হয় আর ঐ চান্দা বহিতে যাঁহাদিগের ইচ্ছা হয় স্বাক্ষর করেণ,

রায় কালীনাথ চৌধরী স্বম্মত হইয়া কহিলেন, যে রাস্তার ও পাঠশালার ও দুঃখি লোকদিগের দুঃখ নিবারণার্থ দান বিষয়ে অনেকে ধনার্পণ করিয়াছেন; কিন্তু রাজার নিকটে আত্মরক্ষার্থ সভার সাহায্যে কেহ নাম স্বাক্ষর করেন নাই, এ সভার ফল কেবল আমরাই ভোগ বরিব এমত নহে, বরঞ্চ আমাদিগের বংশাবলি ক্রমে ভোগ করিবেক, অতএব এই উপকারার্থ দান করা অত্যাবশ্যক হয়, এই প্রকার আপন অভিপ্রায় জানাইলেন এবং ঐ বিষয়ে সভ্যগণ তাবতের সম্মতি হইল।

পরে সভাপতি কহিলেন. যে কেহ এরূপ বিবেচনা না করেণ যে কোন অংশে গবরন্মেণ্টের বিপক্ষে এই বৈঠক হইল, বরঞ্চ প্রজার পক্ষে গবরন্মেণ্ট কোন বিষয়ে উপকার করেণ, আর এ সভা হইতে তাহার সাহায্য হয় তবে গবরন্মেণ্ট অবশ্যই জানিবেন যে এই সভা রাজা ও প্রজাবর্গের উপকারার্থে হইয়াছে।

পরে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর অগ্রসর হইয়া একপত্র পাঠ করিলেন, যাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় এই প্রকার লিখিত ছিল যে যদ্যপি ভূরি লোকের সভাতে বক্তৃতাকরণ

আমার অভ্যাস নাই, তথাপি এ অতি প্রধান সভা এবং গুরুতর বিষয় নিষ্পাদন নিমিত্ত সৃজন হইয়াছে এই বিবেচনাতে আমার এমৎ সন্তোষ জন্মিয়াছে, যে তদ্দ্বারা আমি কিঞ্চিৎ কথনে উৎসুক। ভূমির উপস্বত্বই মনুষ্যদিগের প্রধান উপজীবিকা, এবং এরূপ চিরস্থায়ী ধন আর নাই সুতরাং ইহার বিনাশে কেবল বর্ত্তমান সুখের ব্যাঘাত হয় এমৎ নহে, বরঞ্চ ভবিষ্যৎ সুখের ও একালে ধ্বংস হয়, অতএব তদ্রক্ষণার্থে এই সভা স্থাপনের যে কল্প হইয়াছে ইহাতেই সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক যত্নবান হইবেন, কেননা মূল রক্ষাহইলে ফলভোগের সম্ভাবনা, এবং ভূমি বিষয়ক লাভের প্রতি কোন বিপদ ঘটিলে তন্নিবারণ কারণ রাজার নিকট আবেদন করিতে সমর্থ হইবেন। এতদ্দেশীয় প্রজাসকল রাজার আজ্ঞাবর্ত্তী এবং গবরণ্মেণ্টের উপদ্রব ধৈর্য্যাবলম্বনে সহিষ্ণুতা করিতেছেন, অতএব গবরণ্মেণ্টের উচিত যে ইহাঁদিগের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করেন, যেহেতু বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বলের বল। সাধারণ বিষয় নিমিত্ত সকলকে একত্র করাই অতিশয় কঠিন, কেননা এতদ্দেশীয় লোকের মতের ঐক্য নাই, কিন্তু এই বর্ত্তমান বিষয়ে জাতির ভিন্নতা নাকরাতে বোধ হয়, যে এ প্রদেশের উত্তরকালে উপকার হইতে পারিবেক, এবং বহুতৃণ একত্র হইয়া রজ্জু হইলে তদ্দ্বারা মত্তহস্তিকে বন্ধন করা

যায় তদ্রূপ ইহাঁদিগের শক্তি হইবেক। এই সভা হওন বিষয়ে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বাবু রামকমল সেন এই দুই জনকে ধন্যবাদ করা উচিত হয়।

রাজার এমৎ বাসনা যে এসভা চিরস্থায়িনী হইয়া এতদ্দেশের প্রতি পক্ষপাত না করিয়া সকলের উপকারিণী হয়।

পরে যাঁহাদিগের সভ্য হওনের মানস ছিল তাহাদিগের নিকট চান্দার বহি প্রেরিত হওয়াতে পশ্চাৎ লিখিত জন স্বাক্ষর করিলেন।

শ্রীযুত রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়,
শ্রীমতী রাণী কৃষ্ণমণি
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর,
প্রসন্নকুমার ঠাকুর,
হরকুমার ঠাকুর,
শ্যামনাল ঠাকুর,
হরনাল ঠাকুর,
কানাইনাল ঠাকুর,
গোপাললালঠাকুর,

শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায়
শ্রীমতী রাণী কাত্যায়নী
শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর,
শিবকৃষ্ণ বাহাদুর,
কালীকৃষ্ণবাহাদুর,
রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর,
বাবু আশুতোষ দেব
রামরত্ন রায়,
কালীনাথ রায় চৌধুরী,
রাজবল্লভ রায় চৌধুরী,

উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর,
উমাচরণ বন্দোপাধ্যায়
ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
কুমার সত্যচরণ ঘোষাল,
অভয়াচরণ বন্দোপাধ্যায়,
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,
প্রাণনাথ চৌধুরী,
রমানাথ ঠাকুর,
অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়,
বামনদাস মুখোপাধ্যায়,
শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়,
জয়গোপাল রায়চৌধুরি,
বিশ্বনাথ মতিলাল,
ঈশানচন্দ্র রায়,
মধুসূদন শান্যাল,
রঘুরাম গোস্বামী,
রূপনারায়ণ ঘোষাল,
লক্ষ্মীনারায়ণমুখোপাধ্যায়,
রমানাথ বন্দোপাধ্যায়,
গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
জয়নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়,

তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরী,
শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী,
রাজকিশোর রায় চৌধুরী,
নীলকমল পাল চৌধুরী,
জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী,
অন্নদাপ্রসাদ রায়,
স্বরূপচন্দ্র শরকার চৌধুরী,
রামগতি নাগ চৌধুরী,
উদয়নারায়ণ মণ্ডল,
রামকমল সেন,
উমেশচন্দ্র রায়,
মথুরামোহন বিশ্বাস,
আনন্দময় বিশ্বাস,
বিশ্বম্ভর চৌধুরী,
মথুরানাথ মল্লিক,
জগদ্দুর্লভ সিংহ,
ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফি,

হরিপ্রাণ মুস্তফি,
গঙ্গানারায়ণ পালচৌধুরি,
শম্ভুচন্দ্র মিত্র

রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়,
রামকমল মুখোপাধ্যায়,
দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়,
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
রামকুমার চক্রবর্ত্তী,
গোকুলকৃষ্ণ ঘোষ,
কাশীপ্রসাদ ঘোষ
উদয়চাঁদ বশাক,
বংশী বদন শাহা,
রামধন ঘোষ,
শ্রীনাথ মল্লিক,
শীতানাথ মল্লিক,
রামধন মিত্র,
বসন্তলাল বাবু,
টি. ডি. কেন্‌স সাহেব,
আলেকজাণ্ডর বিনি সাহেব,
মুনসি হেবিবল হোঁসেন,
বিশ্বম্ভর সেন,
মধুসূদন নন্দী,
কাশীনাথ বসু,
কালাচাঁদ বসু,
ভগবানচন্দ্র ঘোষ,
গোবিন্দ কৃষ্ণ মজুমদার,
কারঠাকুর কোং
এ, সি, ডন্‌লাপ সাহেব,
ও এন জান এনিস সাহেব,
জর্জ্জ প্রিনসেপ সাহেব,
ডাসন কোং,
মুনসি গোলাম নবি,
মুনসি মাহাম্মুদ আমির,
ডি. হের সাহেব,
মেকিলাপইষ্টী ওযার্টকোং,
আর, জে, ব্যাগসাহেব,
আমিনন্দীনসদর দেওয়ানির উকিল ইত্যাদি

পরে সকলে সভাপতিকে ধন্যবাদ করিলেন

অনু মতি হইল যে সভার বৃত্তান্ত ভাষান্তরে অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করণের নিমিত্ত বিশাপের কালেজে পাঠান যায়।

সন ১২৪৪ শাল

১৪ চৈত্রে ভূম্যধিকারিসভাসম্পাদকের দিগের টৌনহালে দ্বিতীয় বৈঠক হইল, তাহাতে,

শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোষাল, রাজা বরদাকণ্টরায়,

শ্রীযুত টি ডিকিনসসাহেব, প্রভৃতি

অনেক ভদ্রগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর পূর্ব্বসভার অনন্তর যাঁহারা মেম্বরপদে অর্থাৎ অংশী হওনে আবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি নাম সকল বিবেচনার্থে উল্লেখ করিলেন সভাস্থ সকলের সম্মতিতে তাঁহারা তৎপদে মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুত মার্টিন সাহেব, ডেনস্লেন সাহেব, পি জে পনিং, আর জে ফারলং, জান কার, ডবলিউ এন হেজর, বলিউ ষ্টরম, জান বেল, জান এইস্ ব্রিজমেন, এইচ্ হেরিস, ডি এন ডুরু, এ সি ডনলাপ, জে হম্‌ফ্রেজ, জর্জ পামর সাহেব, ডবলিউ এফ ফারগিউসন ও জেম্‌স ফারগিউসন সাহেব, বাবু রামধন বন্দোপাধ্যায়, অন্নদা

প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, কাপ্তান জি বির্ণ্ট, জান হেলিংস, হেডহেন্স সাহেব, রস্তমজি কাওয়াসজি, রাজসহী পরগনার শ্রীমতী সূর্য্যমণি দেবী বং দেওয়ান কাশীনাথ।

ডিকিন্স সাহেব কহিলেন যে যে কোনব্যক্তি সভ্য হইতে প্রার্থনা করিবেন তাহাঁরদিগের নাম নিয়মিত সভায় প্রস্তাবিত হইয়া তৎপর সভায় গুটিকাপাত দ্বারা মনো নীত হইবেক।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর কহিলেন যে ইউনিয়ন বেঙ্ক এসভার ধনাধ্যক্ষ হউন, ইহাতে মত হইল যে ঐ বেঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষকে এতদ্বিষয়ের জ্ঞাপনার্থ পত্র লিখাযায়. তেঁহ আরো প্রস্তাব করিলেন যে সভারকার্য্যের আরম্ভাণ পশ্চা দ্বর্ত্তি আমলা নিযুক্ত করণের আবশ্যকতা হয় ইহাতে সভাসদ গণের সম্মতি হইল।

মাসিক বেতন

ইংলণ্ডীয়সম্পাদক	০
সম্পাদক সহকারী	৫০
পণ্ডিত	২০
মুনসি	১০
পদাতিক	৫
দপ্তরি	৫
বাজেখরচ	১০
কোং	১০০

ডিকিন্‌স সাহেবের প্রতি ভারার্পণ হইল যে ইংলণ্ডীয় একজন সম্পাদকের প্রয়োজন, তৎকর্ম্মে যিনি নিযুক্ত হইবেন, তাহাঁর উপযুক্ত বেতন দিতে আমরা এক্ষণে অসমর্থ, অতএব বিনা বেতনে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন এমৎ কোন ব্যক্তিকে আপনি নিযুক্ত করুণ।

ডিকিন্‌স সাহেব ডব্‌লিউ কব হরি সাহেবের নাম উল্লেখ করিলেন, আর কহিলেন যে হরি সাহেব পরম বিজ্ঞ বহুদর্শী এদেশের মঙ্গল হয় এমৎ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট আকিঞ্চন, তাঁহাকেই ইংলণ্ডীয় সম্পাদক কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, ইহাতে সকলে হর্ষপূর্ব্বক স্বীকার করিলেন।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর কহিলেন, যে ইংলণ্ডীয়াধিকারের মধ্যে তাবৎ ভূম্যধিকারির দিগের সহিত আমারদিগের সভার কার্য্য বিষয়ে সর্ব্বদা পত্র লিখন পরস্পর জিজ্ঞাসা উত্তর আবশ্যক, অতএব এই ভারি কর্ম্মের পরিশ্রম বিভাগ না করিলে, নির্ব্বাহ হইতে পারে না. অতএব জেলার বিভাগ করিয়া দুই ২ জন সম্পাদক নিযুক্ত হন, যে তাহাঁরা সেই২ জেলার সভার ৩৪ নিয়মানুসারে নূতন সম্পাদক যে প্রকারে নিযুক্ত হন, তদ্রূপ চেষ্টা করেন, আর শাখা সভাস্থাপনার্থ যত্নবান্ হয়েন, ও সভার মঙ্গল চেষ্টা করেন, ইহাতে সভাস্থ সকলের সম্মতি হইল

শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কহিলেন, যে ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায়, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন করাযায়, যে যাহাঁরা সভাস্থ হওনের বাঞ্ছাকরিবেন, তাঁহারা সম্পাদকের নিকট স্বীয়নাম প্রেরণ করেন, এবং দেয় টাকা ইউনিয়নবেঙ্কে পাঠান. ইহা রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের পোষকতায় নির্ধার্য্য হইল।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রস্তাব করিলেন, যে সভার নিয়ম সকল ও কতিপয় দিবসীয় সভার বৃত্তান্ত ইংরেজী বাঙ্গালায়, ও ইংরেজী উর্দ্দভাষায়, অন্তঃপাতি দেশে পাঠাইবার নিমিত্ত প্রত্যেকে এক সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করাযায়, এবং পাতলা ডাকের কাগজে কেবল ইংরেজী ভাষায় ইংলণ্ডে প্রেরণার্থ ২০০ পুস্তক প্রস্তুত করাযায়। তিনি আরো প্রস্তাব করিলেন, যে কোন মেম্বর কোন প্রস্তাব করিতে বাসনা করেন, তাহা এক বৈঠকে উল্লেখ্য, পর বৈঠকে তাহার বিবচনা ও নিষ্পত্তি হইবেক, ইহাতে সকলের মত হইল।

পুনরায় তিনি উল্লেখ করিলেন, যে বিনয় পূর্ব্বক গবনর জানরেলকে একপত্র লেখাযায়, যাহাতে তিনি জানেন যে এই ভূম্যধিকারি সভা স্থাপিতা হইয়াছে, এবং প্রার্থনা করা যায়, যে যেমন বাণিজ্য বিষয়ে সৌদাগরী সভার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, প্রয়োজনানুসারে বিচার

করগ্রহণ, ফৌজদারী বা অন্য কোনবিষয়ে যাহাতে দেশের উপকার হয়, এই সভার সহিত সেই ব্যবহার করেন।

কতিপয় ব্যক্তি সভাতে এক আবেদন করেন, তাহার স্থূল যে সদরদেওয়ানী আদালতের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা পারষ্য ভাসার পরিবর্ত্তে উর্দ্দ ভাসার ব্যবহার করিতে মানস করিয়াছেন, তাহা না হইয়া গৌড়ীয় ভাষার ব্যবহার হয়, ইহা ভুম্যধিকারি সভা বিবেচনা করেন, অনুমতি হইল, যে পূর্ব্বনিয়মানুসারে এক্ষণে এবিষয় প্রস্তাব হইল আগামি সভায় বিবেচনা হইবেক।

পরে অনুমতি হইল, যে প্রতি সোমবার বৈকালে ৪ ঘণ্টার সময়ে সম্পাদকের দিগের সভা হয়।

নং ৩ ক্লাইবস্ত্রিটে হরিসাহেব যিনি বিনা বেতনে সম্পাদক কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহার দপ্তর খানায়, ২১ চৈত্র সোমবার সম্পাদকেরদিগের তৃতীয় সভা হইয়াছিল।

শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোসাল, বাবু আশুতোষ দেব, প্রভৃতি সভাস্থ ছিলেন.

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর কহিলেন যে সভার নিয়ম পত্রের ১৫ ধারানুসারে ১২ জন মেম্বর কমিটিতে নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু সভার কর্ম্ম ও পত্রাদি লিখন বাহুল্য

হইবেক ও জেলা বিভাগ হইলে আর অধিক ব্যক্তি নির্ব্বাহক হইবেন অতএব আর ৬ জন নিযুক্ত করা যাউক, বাবু রামকমল সেন, কহিলেন যে

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়,
প্রাণ নাথ চৌধুরি,
কালীনাথ রায় চৌধুরি,
মথুরানাথ মল্লিক,
শম্ভু চন্দ্র মিত্র,
রাজা বরদাকণ্ঠ রায়,

ইহাঁরা নিযুক্ত হউন কিন্তু ইহার পূর্ণ সম্মতি আগামি সাধারণ বৈঠকের সাপেক্ষ থাকিবেক, রাজা কালীকৃষ্ণ বহাদুরের পোষকতায় ইহা গ্রাহ্য হইল।

কুমার সত্যচরণ ঘোষাল প্রস্তাব করিলেন যে পূর্ণিয়া সাকিনের শ্রীযুত রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহ মেম্বর হউন, বাবু আশুতোষ দেবের পোষকতায়, মেম্বরপদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু রামকমল সেনের প্রস্তাবে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পোষকতায়,

শ্রীযুত মির্জা মহাম্মুদমেহেন্দী মুস্কীসাহেব,
শ্রীযুত মির্জা মহাম্মুদ মেহন্দী ইস্পেহানী,
মেং ডি ডবলিউ এইচ্ স্পিড সাহেব,

মেম্বর পদ প্রাপ্ত হইলেন, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রস্তাবে, ও কুমার সত্যচরণ ঘোসালের পোষকতায়, মেং এম্ লারুলতা সাহেব, ও মেং ডবলিউ পেটরি সাহেব, মেম্বর নিযুক্ত হইলেন।

পশ্চাৎ লিখিত জেলার ভূম্যধিকারিরদিগের সহিত সভার সাহায্য অভিপ্রায় সিদ্ধি ও বৃদ্ধি নিমিত্তে ঐক্যতা ও মেলনার্থে গতবৈঠকের নিয়মানুসারে অন্তঃপাতি কমিটি স্থাপনার্থে সম্পাদকেরদিগের নাম প্রস্তাব হইল উপস্থিত সভ্য গণের মতে এই সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন।

ভূম্যধিকারি সভার বিভাগ অর্থাৎ সব কমিটি

নং শেষনিষ্পত্তি

১ জিলা বেহার, পাটনা, সারন, ও সাহাবাদ, নিমিত্তে

শ্রীযুত আশুতোষ দেব, রাজা বরদাকণ্ঠ রায়,

২ জিলা ভাগলপুর, দিনাজপুর, মালদহ, মুঙ্গের, পুর্ণিয়া, ও ত্রিহৎ,

শ্রীকালীনাথ চৌধুরী, ডবলিউ ফারগিউসন সাহের,

৩ জিলা বীরভূমি, বাগরা, মুরসিদাবাদ, পাটনা, রাজসহী, ও রঙ্গপুর,

শ্রীশম্ভুচন্দ্র মিত্র, কাপ্তানবিণ্ট সাহেব,

৪ জিলা বাকরগঞ্জ, কাছার, ঢাকা, ফরিদপুর, জয়ন্তী, ময়মনসিং, ও ছিলেট,

শ্রীকুমার সত্যচরণ ঘোষাল, শ্রীরাজা রাধাকান্ত বাহাদুর,

৫ জিলা চাটিগাঁ, নওয়াখালী ও ত্রিপুরা,

শ্রীরাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ডব্লিউ ষ্টরম সাহেব,

৬ জিলা দোরঙ, গোয়াল পাড়া, কামরূপ ও নওয়াগাঁ,

জিএ প্রিন্সেপ, শ্রীরামকমল সেন,

৭ জিলা বারাসত, পূর্ব্ববর্দ্ধমান, পশ্চিমবর্দ্ধমান, হুগলি, যশোহর, নবদ্বীপ ও চব্বিশপরগণা,

শ্রীরামরত্নরায় চৌধুরি, শ্রীমুন্সি মহাম্মুদ আমীর, শ্রীপ্রাণনাথ চৌধুরী,

৮ জিলা বালেশ্বর, কটক, হিজলি, খুরদা, মেদিনীপুর,

শ্রীরাধামাধব বন্দোপাধ্যায়, মথুরানাথ মল্লিক, সব কর্মিটি নিযুক্ত হইলেন, অনুমতি হইল যে সেক্রেটরি ঐ সবকর্মিটির মেম্বরের দিগের স্ব ২ জেলার কর্ম্মে নিযুক্ত হওন অবগত করাণ।

শ্রীযূত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের পত্র পাঠ হইল, তাহার স্থূল এই যে সভার ওকালতি কর্ম্মের প্রার্থনায় মেং তামসেন সাহেব আবেদন করেন, মত হইল যে এক্ষণে উকিলের প্রয়োজন নাই অতএব কোন স্বীকার করিতে পারা যায়না, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে মেং তামসেন সাহেবের আবেদন পত্র বিবেচনা করা যাইবেক।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রস্তাব করেন যে সভাসম্বন্ধি পত্রাদির ভাষান্তর করণার্থে এক সবকমিটি নিযুক্ত করা যাউক, ইহাতে প্রিন্‌সেপ সাহেব পোষকতা করিলেন এবং সভার সকলের মত হইল, যে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার সত্যচরণ ঘোষাল, বাবু রামকমল সেন, একর্ম্মে তরজমা সব কমিটি নিযুক্ত হয়েন।

মেং ডিকিন্‌স সাহেব প্রস্তাব করিলেন, যে সভার প্রারম্ভে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রামকমল সেন, সম্পাদক ছিলেন, এক্ষণে হরিসাহেবের সহিত একজন তৎকর্ম্মে নিশ্চয় রূপে সংপ্রতি বিনা বেতনে নিযুক্তকরা আবশ্যক, ইহাতে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পোষকতা করিলেন, এবং বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন,

কুমার সত্যচরণ ঘোসাল, কহিলেন যে নিষ্কর ভূমি বিষয়ে গৌড়দেশীয় লোকের আবেদনপত্র যাহা ধর্ম্মসভা কর্ম্মসম্পাদকের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে তাহার বিবচনা করাযায় স্থির হইল যে আগামি সাধারণ সভায় বিবেচনার্থ ঐ পত্র অর্পণ করা যাউক।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপস্থিত করিলেন, যে গৌড়ীয় ভাষা ব্যবহারের নিমিত্ত গত সভার যে দরখাস্ত অর্পিত হইয়াছে তাহার বিবেচনা করাযায়, ইহাতে মেং

ডিকিন্‌স সাহেব কহিলেন যে ভূম্যধিকারি সভার অন্য এক দিবসে পুনঃ সভা করিয়া গৌড়ীয় ভাষা বিষয়ক দরখাস্ত এবং ধর্ম্মসভা প্রেরিত নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক আবেদন পত্র উভয়ের বিবেচনা করা যাইবেক।

২৮ চৈত্র সোমবার চতুর্থ বৈঠক হইল।

শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, প্রভৃতি সভাস্থ ছিলেন।

গত সভাতে প্রস্তাবিত মেম্বর নিযুক্ত হইলেন,

রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ, মুজা মহম্মুদ মেহেন্দী মেস্কী, মেজা মহাম্মুদ মেহন্দী স্পিহেন, মেং ডবলিউ এইচ স্পিড সাহেব, মেং এম নারুলতা সাহেব, ডবলিউ পেটরি সাহেব।

সভার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হওনে নীচে লিখিত ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাবিত হইল, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রস্তাব করিলেন, মেং ডিকিন্‌স সাহেব পোষকতা করিলেন, যশোহর শাকিনের হাজরাপুর কোঠির কর্ত্তা মেং তামস টুইডি সাহেব, শি এ কেণ্টর সাহেব, ময়মনসিং সাকিনের ডবলিউ আর লোগেন সাহেব, জেলা হুগলির এক জমিদার বাবু হুকুরাম সিং, ঐ সাকিনের অন্য এক জমিদার বাবু বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরার রাজা,

ব° জর্জ হিউইস্ত সাহেব, মোক্তার, দেওয়ান মহাম্মুদ আলী ব° রামসন্তোষ দে মোক্তার, শ্রীযুত শিবজয় ঠাকুর, ব° গঙ্গাধর বর্ম্ম মোক্তার, বাবু গৌরকৃষ্ণ রায় চৌধুরি, শা° এতকাদপুর মেছুয়াখাল, ব° গুরুপ্রসাদ দাস মোক্তার, মুনসিদেলাব আলি, ব° কমলাকান্ত দত্ত মোক্তার, দুর্গা-পুর সাকিনের জমিদার বাবু কালীকমল রায়, নওবাদ পরগণার জমিদার বাবু কালীপ্রসাদ রায়, ব° বৃজকিশোর সি° মোক্তার,

পরে মতহইল যে ত্রিপুরার রাজা এবং ঐ জেলার অন্য জমিদারদিগের পত্রের উত্তর লিখাযায়।

৫ বৈশাখ সোমবার নিশ্চিতস্থানে পঞ্চম বৈঠক হইল,

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর প্রভৃতি সভাস্থ ছিলেন।

নীচে লিখিত ব্যক্তিরদিগের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হওনের প্রশ্ন হইল, কুমার সত্যচরণ ঘোসাল প্রস্তাব করেন, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পোষকতা করেন,

জি হিগিন্ সাহেব সুপ্রেম কোর্টের উকিল,

জে এইচ আরাতন সাহেব, ঢাকার জমিদার,

বাবু রামকমল সেনের প্রস্তাবে, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পোষকতায়, বাবু বিশ্বম্ভর রায় ডুমুদ্দার জমিদার।

রাজা গঙ্গাধর রায় মেম্বর হওনের প্রার্থনায়, রাজা

রাধাকান্ত বাহাদুরকে যে পত্র লিখেন, তৎ পাঠ হইবাতে, জি এ প্রিন্সেপ সাহেব পোষকতা করিলেন,

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রস্তাবে, জি এ প্রিন্সেপ সাহেবের পোষকতায়, বাবু চন্দ্রকান্ত চৌধুরী মেম্বর নিযুক্ত হইলেন।

নীচের লিখিত ব্যক্তিদের গত সভায় মেম্বর পদে নিযুক্ত হওনের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণ মতে ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

মেং তামস টুইডি সাহেব,
মেং কেণ্টর সাহেব,
মেং উং আর লোগেন সাহেব,
বাবু হুকুরাম সিং,
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,
ত্রিপুরার রাজা,
দেওয়ান মহাম্মদ আলী,
বাবু শিবজয় ঠাকুর,
বাবু গৌরকৃষ্ণ রায় চৌধুরী,
মুনসি দেলাব আলী,
বাবু কালীকুমার রায় দুর্গাপুর সাকিনের জমিদার,
বাবু কালীপ্রসাদ রায় নওয়াবাদ পরগনার জমিদার,

কর্ম্ম সম্পাদক কহিলেন যে এ পর্য্যন্ত যেসকল বৈঠক

হইয়াছে ও তাহাতে যে ২ কার্য্য হইয়াছে তাহার স্থূল বৃত্তান্ত বঙ্গ ভাষায় তরজমা হইয়া ছাপান যায় অনুমতি হইল যে বঙ্গ ভাষা ১০০০ হাজার আর উর্দ্দ ভাষায় পারসী অক্ষরে ১০০০ হাজার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হউক, আর অনুমতি হইল যে বিসাপের কালেজে ঐ কর্ম্ম হউক।

গবরন্মেণ্টে প্রস্থাপিত পত্রের এবং তদুত্তরের অনুবাদ পাঠ হইল।

গবরন্মেণ্ট জনেরেল ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মাধ্যক্ষ
মেং এইচ টি প্রিন্‌সেপ সাহেব, সমীপেষু,

আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি সুবে বাঙ্গালার মহামহিম প্রতি নিধি গবর্ণর সাহেবকে ও বাইস প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজমন্ত্রি সভার কর্ম্মাধ্যক্ষকে অবগত করান, যে সুবে বাঙ্গালার ভূম্যধিকারিরদিগের ভূমিসংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ে পরস্পর ঐক্য ও সাহায্য দ্বারা সাধারণ মঙ্গলার্থে এক সভা হইয়াছে। তাহার অভিপ্রায় এই যে সৌদাগরদিগের সভা হইতে বাণিজ্য বিষয়ে যে রূপ উপকার হইতেছে ইহাঁ-রদিগেরও চেষ্টা দ্বারা সেইরূপ উপকার হয়। যদি সৌদাগরদিগের প্রতি যেরূপ লিখনের অনুমতি আছে

সেই রূপ অনুমতি এ সভার কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি হয়, তবে ইহাঁরাও ঐপ্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং ইহাঁরা প্রত্যাশা করেন যে গবরন্মেণ্ট সৌদাগর সভার কর্ম্মাধ্যক্ষের দ্বারা যে রূপ ব্যবহার করেন সেই রূপ ব্যবহার ও মনোযোগ এই সভার প্রতিও হয়। বিচার ও কর এবং অন্তর্বর্ত্তি দেশীয় ফৌজদারী ও কৃষিকর্ম্মকারির-দিগের অবস্থা ও দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদির ও শস্যাদির উৎপত্তি বিষয়ে সকল সমাচার এই সভা গবরন্মেণ্টকে অবগত করাইতে প্রস্তুত আছেন। সভার অনুষ্ঠান পত্র এই পত্রের সহিত প্রেরণ করিতেছি তদ্দৃষ্টিতে এ সভা স্থাপনের প্রয়োজন ও রীতি প্রকার জানিতে পারিবেন।

ডব্লিউ শী হরি

কলিকাতা শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুর

কর্ম্ম সম্পাদক

৭ আফরেল ১৮৩৮ সাল

নং ৫০১ উত্তর

উইলিএম কব হরিসাহেব এবং বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সমীপেষু,

জানরেল ডিপার্ট মেণ্ট,

আপনকারদিগের ৭ আফরেলের ভূম্যধিকারি সভার অনুষ্ঠান পত্র সম্বলিত একপত্র পাইলাম, তাহাতে এই॥

রূপ প্রার্থনা করিয়াছ যে সৌদাগরী সভায় গবর্ন্মেণ্টকে যে রূপ আবেদন করেন সেইরূপ ভূম্যধিকারি সভার কর্ম্মাধ্যক্ষেরদ্বারা হয়, ইহার উত্তর সুবে বাঙ্গালার প্রতি নিধি গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞানুসারে লিখিতেছি যে কোন জাতীয় প্রজা আপন২ মঙ্গলের নিমিত্তে অথবা সাধারণ উপকারার্থে যেসকল আবেদন করিবেক তাহা শুনিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন এবং তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন। অতএব ভূমির কর বিষয়ক ও বিচার-বিষয়ক ভূম্যধিকারি সভার পত্র সকল গবরন্মেণ্টের ঐ সকল বিষয়ের নিয়মিত অংশের কর্ম্মাধ্যক্ষের দ্বারা অর্থাৎ রিবিনিউ ও জুডিসিএল সেক্রেটরির দ্বারা পাঠাইবা।

ফোর্টউইলেম — এইচ্ টি প্রিন্সেপ,

১১ আফরেল১৮-৩৮শাল — বাঙ্গাল গবরন্মেণ্টের কর্ম্মাধ্যক্ষ

১২ বৈশাখ সোমবার নিরূপিত স্থানে সপ্তম বৈঠক হইল

সভাস্থ

শ্রীযুত বাবু প্রাণ নাথ চৌধুরী, মেং প্রিন্সেপ সাহেব প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন,

বাবু রামকমল সেন প্রস্তাব করিলেন, প্রিনসেপ সাহেব পোষকতা করিলেন, যে মেং জর্জ প্রেষ্টন সাহেবকে সভার সম্পাদক করা যায়।

পশ্চাতের লিখিত ব্যক্তিরা যাহারদিগের গত সভাতে উল্লেখ হইয়া ছিল, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ মতেনিযুক্ত হইলেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রস্তাব করিলেন, যে গবরন্মেণ্টের প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ হেলিডে সাহেবকে আবেদন করা যায়, যে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য এবং তৎসংক্ষেপ পত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে. তাহার এক প্রস্থ আমারদিগকে দেন, ইহাতে প্রিন্‌সেপ সাহেব পোষকতা করিলেন।

নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক আইনের নিবারণ প্রার্থনায় যে আবেদন পত্র ধর্ম্মসভা হইতে প্রেরিত হইয়া ছিল, তাহা পাঠ হইল,

বাবু রাম কমল সেন প্রশ্ন করিলেন ও কুমার সত্যচরণ ঘোষাল পোষকতা করিলেন, যে এই আবেদন পত্রে নিষ্কর ভূমি ভোগিরদিগের প্রতি যে ক্লেশ ও কাঠিনতা হইয়াছে তাহার অনেক অংশ এই সভার সম্মত বটে, কিন্তু ইহার কোন২ অংশ অনাবশ্যক ত্যাগ করিতে হইবেক —— কোন স্থানে বাড়াইতে হইবেক অর্থাৎ.

আইনের সঙ্গে ঐক্য করিয়া লিখা উচিত অতএব স্থির হইল যে এই আবেদন পত্র এতদ্দেশীয় লোকের স্বাক্ষর হইয়া যখন সভাতে উপস্থিত হইবেক তাহার প্রধান অং শের দৃঢ়তার নিমিত্ত এ সভা হইতেও আর এক আবেদন পত্র সম্বলিত ঐ পত্রকে গবরণ্মেণ্টে পাঠান যাইবেক।

স্বস্তি অখণ্ডদোর্দণ্ডমণ্ডলপ্রকাণ্ডপ্রতাপচণ্ডভানুভানুমণ্ডলীসন্তাপস্বয়ংচরণাব নতী ভূতলক্ষলক্ষসপক্ষবিপক্ষস্বপক্ষরাজনিবহরাজনীতিবিশারদদুষ্টদম নশিষ্টপালনজনিতকীর্ত্তিকর্পূরপূরপরিপূরিত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর নিরন্তর দ্রবিণদান দূরীকৃত দরিদ্রদারিদ্র্য ধর্ম্ম স্বধর্ম্ম পরিপালন নিপুণ শ্রীল শ্রীযুক্ত এলেকজাণ্ডর রাস ডিপিউটি গবরনর আফ বেঙ্গাল মহোদয় সমীপেষু ॥

ই প্রণীয়াধিকারস্থ দেবত্র ব্রহ্মত্র মহত্রাণ প্রভৃতি নিষ্করভূমি ভোগি অধঃ স্বাক্ষরকারি প্রজাবর্গের সবিনয় নিবেদনমিদং ॥

লার্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেব দশশালা বন্দবস্ত কালে প্রজাদের প্রবোধার্থে যে কয়েক প্রতিজ্ঞাসম্বলিত ইশ্‌তেহার ও যে সকল মূল আইন প্রকাশ করিয়াছিলেন যদিও ক্ষীণ প্রজা অপেক্ষায় রাজার পক্ষে অনেক সদুপায় বন্ধান করিয়া গিয়াছেন তথাপি ইংলণ্ডীয় মহাশয় দিগের নানাপ্রকার সদ্ব্যবহারে তৎকালে কেহ কোন আপত্তি জানান নাই তৎপরে ঐ আইন ও প্রতিজ্ঞা সকলের প্রতিকূল ক্রমে নানা বিধ আইন প্রচার হইয়া দুঃখি প্রজারদের প্রতি যে যে অন্যায় হইতেছে তাহা ক্রমে রাজার গোচর হইলে অবশ্যই দুঃখ নিবারণ হইবেক সংপ্রতি নিষ্কর ভূমীসম্বন্ধে যে সকল অবিচার প্রচার হই তেছে তাহার নিবারণ প্রার্থনায় নিম্নে নিবেদন জানান যাইতেছে অনুগ্রহাবলোকনে সুবিচার আজ্ঞা হয় ॥

২ আমরা পুরুষানুক্রমে সরকারের রাজ্যমধ্যে স্ব২ দেশে বাস করিতেছি জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এইদেশে অবস্থিতি করি, দৈব কি লৌকিক উপদ্রব হইলেও অন্যদেশে যাইনা অতএব এই দেশ আমারদের পৈতৃক স্থান আমরাই কহিতে পারি পুরুষানুক্রমে এই স্থানে আমারদের যেমন দাওয়া ও সম্পর্ক ও মমতা আছে তেমন অন্যদেশীয়েরদের কোন দেশেরই পুতি নাই ॥

৩ ইউরোপীয় রাজারা তুষ্ট হইয়া অথবা কৃপা করিয়া নানাবিধ সন্মান বোধক উচ্চপদ ও উপাধি ও ঐশ্বর্য্য ও বৃত্তি দিয়া থাকেন ভারতবর্ষীয় রাজারা অথবা তত্তুল্য পদস্থ ব্যক্তিরা প্রজা ও অধীন ব্যক্তিরদিগকে নিষ্করভূমি দান করিয়াছেন অতএব ইউরোপে রাজপ্রসাদ স্বরূপ উপাধি আর হিন্দুস্থানে দত্ত নিষ্করভূমি এই দুই তুল্য হয় বিশেষতঃ নিষ্করভূমিদ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধি ও পণ্ডিত ও গুণিলোকের প্রতিপালন ও ধর্ম্ম রক্ষা ও দেবসেবা নির্ব্বাহ হয় অতএব এমত বিষয় রক্ষাকরা রাজার কর্ত্তব্য ॥

৪ ভারতবর্ষে নানাজাতীয় অনেক রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ পূর্ব্ব দত্তনিষ্করভূমি অন্যথা করিয়া তত্তদ্ভূমি ভোগিরদিগের বিচ্ছেদ করেন নাই বরঞ্চ পরে অধিক ভূমিদান করিয়াছেন ॥

৫ এতদ্দেশীয় অনেক লোকের চিরস্থায়ি সম্পত্তি কেবল কিঞ্চিত২ রাজদত্ত ভূমিমাত্র অন্য কোন চিরস্থায়ি উপজীবিকা নাই ঐ ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা অনেকে কোনরূপে সামান্য অন্নাচ্ছাদনপ্রভৃতি নির্ব্বাহ করিতেছে তদ্ব্যাঘাতে অনেকে দুষ্কর্ম্মশালী হইতে পারে এবং গবরমেণ্ট দেশের অন্য২ কুক্রিয়া নিবারণার্থ যেমত মোনোযোগ ও চেষ্টা করেন ইহার নিবারণনিমিত্তও সেই মত করিতে উচিত হয় ॥

৬ হিন্দুস্থানে ইংলণ্ডীয়াধিকার ৭০ বৎসর প্রায় হইয়াছে ইহার মধ্যে নিষ্করভূমির উপর করস্থাপন করিবেন এমত স্পষ্টরূপে ব্যক্তছিল না. কিন্তু কোন২ জিলায় ঐ সকল ভূমি ক্রোক হইয়াছিল তাহাতে বাবুর

তায়দাদ লইয়াছেন তাহাতেও এমত ব্যক্ত পরবানা কখন দেন নাই বরং কালেক্টর ও কমিস্যনর সাহেবেরা অনেকে তাহার ছাড় দিয়াছেন ॥

৭ এইক্ষণে জানাগেল যে একশত বিঘার ন্যূন হইলে তাহাতে সরকার হস্তার্পণ করিবেন না কিন্তু জমীদার ও তালুকদারের দ্বারা তাহাতে কর-স্থাপন করিবেন ইহাতে তাবৎ ভূমিসকর হইবেক তায়দাদ দাখিলের আজ্ঞা প্রকাশ হওয়াতে দুঃখি দরিদ্র লোক অর্থাৎ যাহারা পাঁচকাঠা হইতে দশবিঘাপর্য্যন্ত নিষ্করভূমি রাখিত তাহারা তায়দাদ্ দাখিলের নিমিত্ত আমলারদের ব্যয়ভয়ে কতিপয় জন একত্র হইয়া তায়দাদের এক কাগজ দাখিল করিয়াছিল ঐ সকল ভূমি এইক্ষণে একত্র জুমলা করাতে একশতবিঘার অধিক হইয়াছে তাহার তায়দাদের নম্বর ধরিয়া বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বাজেয়াপ্তি আইন মতে বন্দোবস্ত হইতেছে ইহার দ্বারা মহত্ত্রাণাদি বাসস্থলও ক্রমে তাবৎ সকর হইবে ॥

৮ ইউরোপীয় আইনমতে রাজ্যরক্ষায় তদ্ব্যয়ার্থে তাবৎ প্রজারদের কর দেয় হয় কিন্তু হিন্দুস্থানে সে প্রকার ভূমির কর সকলে দেয় না নিষ্করভূমি চিরকালই আছে বিশেষতঃ সহরবাসিরা বাটীর ভাড়া-ধরিয়া টেকস্ দিতেছে এবং সকলেই ব্যবহারোপযুক্ত বাণিজ্য দ্রব্যের মাশুল এবং ষ্টাম্প কাগজের হাসিল্ দিতেছে বর্ত্তমান রাজস্ব যাহা সরকারে আদায় হইতেছে তাহা অধিক ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকে। ইউরোপ দেশে আয় ব্যয়ের উপরে তাবৎ প্রজার বিবেচনার ভার ও কর্ত্তৃত্ব আছে এইদেশে তাহা নাই অতএব তদ্দেশের করস্থাপনের স্থল এতদ্দেশে সম্ভবেনা ॥

৯ ১১৯০ শাল হইতে উত্তরোত্তর কররৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে এইক্ষণে নূতন কর কি প্রকার আর কিপর্য্যন্ত স্থাপনা করিবেন তাহা স্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত নহে ॥

দশশালা বন্দোবস্তেতে জমীদার ও তালুকদারেরদের সহিত তাবৎ ভূমির

কর একপ্রকার সরকার চুক্তিকরিয়া লইয়াছেন পূর্ব্বে যে২ জমীর উপর রাজার স্বত্ব ছিল তাহার দফায়২ তদারক ও বিবেচনাপূর্ব্বক বন্দোবস্ত হইয়া কোম্পানির সরকারে নিয়মমত মালগুজারি হইতেছে ।।

১১ এতদতিরিক্ত পূর্ব্ব রাজদত্ত ও কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভে দশশালা বন্দোবস্তের পূর্ব্ব কতকগুলিন নিষ্করভূমি পাঁচকাঠাহইতে অধিক অনেক শতবিঘা এতদ্দেশীয় লোকের ভোগ দখলে আছে তাহাতে সরকারের স্বত্ব নাই ।।

১২ ভূমি নাদিলে প্রজারা ভোগ দখল করিতে পারে না রাজদত্তই হউক বা অন্যদত্ত হউক করশূন্য রূপে দত্ত বটে সরকার বাহাদুর মুসলমানেরদেওয়ানীপদ আশ্রয় করিয়া এদেশের কর গ্রহণ করেন তাহার দিগের ভূমিতে যে প্রকার স্বত্ব ছিল তাহাই সরকার বাহাদুরের আছে অতএব সেকাল হইতে যাহা নিষ্কর হইয়া আসিতেছে এখন ও তাহা নিষ্কর থাকিতে পারে ।।

১৩ সরকার বাহাদুর নিষ্করভূমির তায়দাদ্ দাখিলের যে ইশ্‌তেহার জারী করেন তাহাতে নিয়ম লিখেন যে ইশ্‌তেহারনামার লিখিত মিয়াদমধ্যে তায়দাদ্ দাখিল না হইলে ঐ ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবেক তদনুসারে অনেকলোক আপন ২ ভূমির তায়দাদ দাখিল করে ঐ হুকুম যদি রাজমন্ত্রণা না হইয়া যথার্থ হয় তবে তাহার অন্যথা এখন কি প্রকারে হইবেক । যদি জমীর সন্ধান জানিবার মানসে এই হুকুম জারী করিয়া থাকেন তথাচ বিবেচনা কর্ত্তব্য যে প্রজারা ঐ আজ্ঞার আভাসে আপন ২ উপজীবিকা চিরস্থায়ি হওনের নিতান্ত বিশ্বাসে অকপটে আপন ২ ভূমির তায়দাদ্ দাখিল করিয়াছে যদি ঐ সকলভূমি বাজেয়াপ্ত করণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস ছেদন করেন তবে দুঃখি প্রজারা ইহার নিমিত্ত আর কোথা নালিস করে ।।

১৪ দশশালা বন্দোবস্তের পর জমীদার ও তালুকদারেরদিগের দত্ত নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ করিলে ঐ বন্দোবস্ত কালের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হয় কো

হেতুক তাহারা আপন২ ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গলাথে সরকারের পূর্ব-কর দানপূর্ব্বক দেবত্র ও ব্রহ্মত্র দিয়া তালুক ভোগ করিতেছে এবং ঐ সকল তালুক হস্তান্তর হইয়া যখন অন্যের দখল হয় তখন তাহার রাজস্ব ন্যূন পাইবার প্রার্থনা কেহ কখন করে না অতএব যদি সর-কার পুনঃ কর লওনে ইচ্ছুক হন তবে ঐ সকল ভূমির রাজস্ব দোকর লইলেন ॥

১২ প্রজাদের বহুকালভুক্ত নিষ্কর ভূমি এইক্ষণে সকর হইতে পারে না কারণ ভোগদখল প্রমাণ দ্বারা সরকার তাহাদের স্বত্ব স্পষ্ট ও প্রসন্ন-রূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন তাহার প্রমাণ ॥

১ সরকারের দেওয়ানীপদ স্বীকার করণে অনেকবারএমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে এদেশের সাবেক বন্দোবস্ত ও দেশাচারের অন্যথা করিবেন না ॥

২ যখন তালুকদার ও জমীদারের কর্ত্তৃত্ব ও স্বামিত্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে বহুবার ও বার২ নূতন দখলিকার নিষ্করভূমির ক্রোক করিয়াছিল পরে ভোগদখল ও দলীল দেখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। যদি তালুক ভুক্ত হইত অথবা রাজার স্বত্ব থাকিত তবে তাহারা ত্যাগ করিত না এবিষয়ে বেদখলের সহস্র২ মোকরদ্দমা সরকারী আদালতে হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং ভোগদখল প্রমাণে তত্তদ্ভোগির দিগকে দখল দেওয়াইয়াছেন ॥

৩ সর্বদা নিষ্করভূমির ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে এবং হইতেছে ইহার নিষেধ সরকার হইতে কখন হয় নাই যাহার নিষেধ নাই সুতরাং তাহার বিধি আছে, ক্রেতারা নিষ্কর বিবেচনায় উচ্চ মূল্যদিয়া তদ্ভূমি ক্রয় করিয়াছে তাহারা জানে না যে সরকার ইহাতে করস্থাপন করিবেন অতএব যদি ইহা সকর করেন তবে ঐ ক্রেতারদিগের দণ্ড হয় ॥

৪ বিশেষ রীত্যনুসারে জামিনিগ্রহণ মূল্যে সকরভূমি অপেক্ষায় নিষ্কর ভূমির অষ্টগুণ পণ নিরূপণ করিয়াছেন অতএব নিষ্করভূমির

পূর্ণ গৌরব ও দৃঢ়তাপ্রকাশ আছে এমতে সরকারের মালসংক্রান্ত বিষয়ে এইমত মূল্য স্থির হইয়া থাকে ।।

৫ সরকারের আবশ্যকমতে অনেকস্থানে নিষ্করভূমি মূল্যদিয়া ক্রয় করিয়াছেন ও ভাড়া লইয়াছেন তাহার তারতারি খাজনা ঐ নিষ্কর-ভূমির দখলীকারকে দিতেছেন ।।

৬ কোম্পানির দেনায় অনেকের মালামাল বিক্রয় হইয়া থাকে তাহার মধ্যে নিষ্করভূমিও বিক্রয় হইয়াছে ও তাহার যথার্থ মূল্য সরকারে জমা হইয়াছে ।।

৭ প্রজাদের মধ্যে পরস্পর দেনা পাওনায় সহস্র ২ মোকদ্দমা হইতেছে তাহাতে ডিক্রীর টাকা আদায় কারণ নিষ্করভূমি আদালতে বিক্রয় হইয়াছে তাহার ফিস ও খরচা সরকারে দাখিল আছে ।।

৮ প্রজারমধ্যে অনেক কিষ্করভূমি ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে তাহার কবালা অনেক স্থানে রিজীষ্টরি আদালতে রিজীষ্টরি হইয়াছে তাহাতে রিজিষ্টর সাহেব সাক্ষী হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন ।।

৯ ভূম্যাদি বিষয় নিরূপিত কাল কাহারো ভোগদখলে থাকিলে ভোগিব্যক্তির স্বত্বের দৃঢ়তা হয় আর অন্যের পুনর্গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না ইহার আইন সরকার করিয়া সরকার প্রায় ৭০ বৎসর অবিরোধে ভোগ দখল দিয়া এক্ষণে পুনর্গ্রহণ কিপ্রকারে করিতে পারেন ।।

১০ যদি নিষ্করভূমি সকর করিবেন এমত বাঞ্ছা ছিল আর তদ্ভূ-মিতে সরকারের সম্যক্ প্রকারে স্বত্ব রহিত তবে পূর্ব্বোক্ত বিষয় ক্রয় বিক্রয়েতে সম্মতি দিতেন না এবং তাহাতে অংশী ও হইতেন না ।।

১১ সত্তর বৎসরের পরে এখন নিষ্করভূমির দলিল চাহেন দলিল না পাইলে বাজেয়াপ্ত করেন কিন্তু সরকারি আইনে আজ্ঞা আছে যে সরকার বাহাদুরের দেওয়ানীর পূর্ব্বে কোন ভূমি যদি নিষ্কররূপে কাহারো দখলে আসিয়া থাকে তবে তাহার সনন্দ আবশ্যক নাই অপর শন ১৮০৫ সালের ২দুই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার নিরূপিত নিয়মের বিপরীত যে•

হেতুক উক্ত আইনের ঐ ধারাতে সুস্পষ্ট লিখিত যে স্থাবর বিষয় সরকার বাহাদুরের প্রাপ্য যদি অন্যের হস্তে থাকে তবে ঐ অন্যায়াধিকারের মুল্লাবধি ৬০ ষাইট বৎসর পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুরের ঐ স্থাবর বিষয়ের উপর দাওয়া থাকিবেক ৬০ ষাইট বৎসর অতীত হইলে যে বিষয়ে সরকারবাহাদুরের কোন স্বত্ব দাওয়া থাকিবেক না তাহাতে সরকার হস্তনিক্ষেপ করিবেন না সে আইন অদ্যাপি রদ হয়নাই কিন্তু এইক্ষণে খাস ডিপুটিকালেক্‌টর প্রভৃতি সনন্দাভাবে ঐ সকল ভূমি বাজেয়াপ্ত করিতেছেন কোন২ স্থানে সনন্দ পাইলেও অর্দ্ধেক খাজানা মোকরর করিতেছেন।

১৭ সরকারের দেওয়ানীপদপ্রাপ্তি হওনের পূর্ব্বে রাজদত্ত কাহারো২ সনন্দ দাখিল হইয়াছে তাহাতে রাজকর্ম্মকর্ত্তারা সন্দেহ পূর্ব্বক কখন বা জাল ও মিথ্যাসন্দেহ আরোপ ব্যক্ত করিয়াছেন এতদাশঙ্কায় অনেকে দলিল দাখিল করে না ॥

১৮ নিষ্করভূমিবিষয়ে তদারক করা ও ক্রোককরা ও তক্তবিক্রকরা ও ছাড়িয়া দেওয়া ইত্যাদি যে বন্দোবস্ত হইতেছে তাহাতে প্রজারদের বহুক্লেশ ও অর্থনাশ ও বঞ্চিত হওনের নানা সম্ভাবনা ॥

১৯ সরকারি আইনে অবধারিত ছিল যে কোন ভূমির রাজস্ব গ্রহণেচ্ছুক যখন সরকার হন তখন হকীয়তে নালিশ করিয়া সাক্ষী দলিল দস্তাবেজ দৃষ্টে উক্ত আইনমতে বিচার হইবেক সরকারের দাবী যথার্থ হইলে পর কর পাইবেন কিন্তু ১৮১৯। ২৫।২৮ শালের আইনে পূর্ব্বনিয়ম রদ করিয়াছেন ইহাতে প্রজার প্রতি উচিত বিচার হয়নাই কারণ ঐ সকল আইন অনুসারে সরকারে যত কর বৃদ্ধি হয় তদনুসারে খাস কালেক্‌টর ডিপীউটী ও কমিশনর সাহেবদিগের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও বেতন ও অন্যলাভ বৃদ্ধি হইতে পারে অবিচারের যে এক শঙ্কা তাহা নাই এবং তাহাতেও অনেকে অনভিজ্ঞ এমত ব্যক্তিরদিগের হস্তে বিচার দিলে প্রজার মঙ্গল নাই ॥

২০ এদেশের পূর্ব্বাবস্থা বিবেচনা করিলে দলিল বহুকালথাকা সম্ভবে না কারণ হিন্দু রাজার কালে দানপত্র তাম্রপত্রে হইত কিন্তু যবনাধিকার হইতে নশ্বর অশক্ত কাগজ ব্যবহার হইয়াছে তাহা রাখিবার উপযুক্ত স্থান ছিলনা কীটে খাইয়াছে অগ্নিদাহে ও বন্যাতে নষ্ট হইয়াছে চৌরাদি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে দায়াদের কলহে অপহ্নব হইয়াছে বিশেষতঃ বর্গির হঙ্গামাতে এদেশের লোকের বার ২ স্থানচ্যুত হওন প্রযুক্ত প্রাচীন দস্ত প্রায়ই গিয়াছে ।।

২১ পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের খাজনা তহশীল ব্যতিরেকে অন্যভার বা ক্ষমতা ছিলনা এই ক্ষণে ঐ সাহেব ও তাঁহার অনুচর অর্থাৎ ডিপ্যুটি কালেক্টর বহুবিধ ক্ষমতাতে প্রতিপন্ন হইয়াছেন ইনি আদৌ নিষ্কর ভূমির অনুসন্ধায়ী ও ক্রোককর্ত্তা তাহাতে ফৌজদারির আজ্ঞাও চলে তজবিজকালে ইনি সরকারের পক্ষে সরবরাহকার এবং সাক্ষ্য দিয়া থাকেন ও কর নিরূপণ করেন ও তাহার আদায়কর্ত্তা ও নাপাইলে নিলাম করেন ।।

২২ অতএব এতাবৎ প্রবল ক্ষমতা শালী রাজকর্ম্মকর্ত্তা ব্যক্তির সহিত দীনহীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজারদের বিবাদ হইলে বিচারস্থলে জয় সম্ভাবনা থাকেনা ।।

২৩ প্রজারা বেদখল হইলে নিষ্করভূমি প্রাপ্ত্যর্থে সরকার বাহাদুরের নামে নালিশ করিয়া কলেক্টর সহেবের সহিত মকদ্দমা করে কিন্তু হারি ও জিত প্রায় উভয়ই সমান জিনিলে যে বিষয় পায় তাহার মূল্যহইতে খরচা অধিক, হারিলে সম্যক প্রকারে সর্ব্বনাশ সিংহের সহিত কীটের যুদ্ধের ন্যায় প্রাণমাত্র অবশিষ্টথাকে ।।

২৪ কোন জিলাতে নিষ্করভূমি ক্রোক হইলে তাহার মোকদ্দমার কারণ খাস ডিপ্যুটি ও কালেক্টর ও কমিস্যনর সাহেবের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইয়া মোকদ্দমা করিতে হয় পরে কলিকাতায় ইস্পিশিএল বোর্ডে আসিয়া আপীল করে সেখানে ইদানীং যেমত বিচার হইতেছে তাহাতে সরকারের পক্ষে প্রায়ই ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল

নাহি হতভাগ্য প্রজারা বারং বার জিলাতে ও সদরে বিচার প্রার্থনায় নানাদপ্তরে ফিরিয়া ২ জীর্ণ হয় ও অসংখ্য আমলাদের দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে যে ক্লেশ ক্ষতি তাহা কে অনহুভূত আছেন এবং স্থানে ২ গিয়া মোকদ্দমা করাতে অনেকে প্রাণ হারায় ॥

২৫ অতএব প্রার্থনা ॥

১ সরকার বাহাদুরের দেওয়ানী আমলের পূর্ব্ব অর্থাৎ ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্ব যে কোন ভূমি নিষ্কর রূপে কাহারো দখলে আসিয়া থাকে তাহার সনন্দ তলব না করেন ও তদ্ভূমিতে হস্তার্পণ না করেন ॥

২ যে ভূমির শনন্দ নাই তাহার ভোগ দখল প্রমাণে বজায় রাখেন ॥

৩ নিষ্কর ভূমি বিষয়ে ১৮১৩ । ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের কর্ম্মানুসারে এদেশীয় ভদ্র লোক ও রাজ কর্ম্মকর্ত্তা ও সরকারের নিঃসম্পর্কীয় ইংলণ্ডীয় সাহেবান সালিশ স্বরূপ বিচারকর্ত্তা হইয়া যে ২জিলায় ভূমি থাকে সেই ২ স্থানে বৈঠক করিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দেন ॥

৪ সরকার বাহাদুর পূর্ব্বোক্ত ভূমিতে কর প্রাপ্য হইলে যাহার২ দখলে ঐ ভূমি থাকে তাহাকেই অপণ করেন ॥

৫ দেবত্র ভূমিতে হস্তার্পণ না করেন বরং যে ভূমি দেব সেবার্থে দত্তা হইয়াছে তৎ সেবার বন্দোবস্ত ও তদারক সরকারহইতে করিতে পারেন ॥

৬ সরকারের নীলামে যে ভূমি বিক্রয় হইয়াছে তাহার মূল্যের সুদ হিসাব করিয়া যদি ভূম্যুৎপন্ন টাকা অধিক হয় আর ঐ সকল ভূমিতে কর প্রাপ্য হয় তবে বাকি টাকার উপর মালিকানা দিয়া কর স্থির করেণ ॥

৭ যে সকল প্রজা মোকদ্দমা করণে অপারগ হয় তাহারা ১৮১৪ শালের ২৮ আইনানুসারে পাপর পায় ॥

৮ নিষ্করভূমি বিষয়ে সরকারের সহিত আদালত করণে খরচার

বিষয় ন্যুন করেন এবং কালয্যাপকতা ও ক্লেশ বিষয়ে সদুপায় করেন।।

৯ আমারদের এই প্রার্থনা পত্র বিবেচনা হইয়া যতকাল আজ্ঞা না দেন সে পর্য্যন্ত নিষ্করভূমি বিষয়ে যে২ বন্দোবস্ত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা রহিত থাকে ।।

ইতি সন ১২৪৪ কার্ত্তিক ইংরাজী ১৮৩৭ কর্ত্তিক ।।

১২৪৫ শাল ১৯ বৈশাখ সোমবার নিরূপিত স্থানে সপ্তম বৈঠক হইল।

শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন,

মেং জর্জ প্রেষ্টন সাহেব সর্ব্বসাধারণমতে মেম্বরপদে গ্রাহ্য ইহলেন, সভার মেম্বর পদে নিযুক্ত করণার্থ প্রস্তাব হইল।

ডিকিন্‌স সাহেব কর্ত্তৃক প্রশ্ন হইল,	মেং তামস.	পোষকতা করেণ কাং বিণ্ট,
প্রসন্নকুমার ঠাকুর,	এং মিলর, নীলরত্ন হালদার,	প্রিনসেপ সাহেব,
কাং বিণ্ট,.........	গিলমোর, মেক্‌জিবর, হোষ্টি,	প্রসন্নকুমার ঠাকুর,
রামকমল সেন......	কালীকিঙ্কর পালিত,	ঐ
রামরত্নরায়	ঈশানচন্দ্র কানুনগো, মৌং করীম হোঁসেন, মৌং ক্রামৎ আলী,	মুনসি মহাম্মুদ আমীর

গবরন্মেণ্টে প্রেরণার্থ চব্বিশপরগণার কোন এক ভূম্যধিকারির আবেদন পত্র বিবেচনার নিমিত্ত সভায় অর্পিত

হইলে অনুমতি হইল যে আগামি সভাতে ইহার বিবেচনা হইবেক ও পত্র দ্বারা সম্পাদকেরদিগের সংবাদ দেওয়াযায়।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, উল্লেখ করেণ বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তাহার পোষকতা করেন যে প্রতি সপ্তাহের সভার কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় চন্দ্রিকা ও দর্পণে প্রকাশ হয়।

কাপ্তান বিণ্ট সাহেব, প্রস্তাব করিলেন রাজা কালী কৃষ্ণ বাহাদুর, পোষকতা করিলেন যে স্বদেশীয় ভাষা ব্যবহারের প্রশ্ন বহুবিবেচ্য একারণ ইহার আন্দোলন অদ্য স্থগিত থাকুক এবং পত্রদ্বারা সমাচার দেওয়ায় যে আগামি সভাতে ইহার বিবেচনা হইবেক।

১২৪৫ সাল ২৬ বৈসাখ সোমবার নিরূপিত স্থানে অষ্টম বৈঠক হইল।

শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, প্রভৃতি অনেকে সমাগত, গত বৈঠকে যে ২ ব্যক্তির নাম উল্লেখ হইয়াছিল, তাহারা সর্ব্বসাধারণমতে মেম্বর পদে নিযুক্ত হইলেন।

সভার মেম্বর পদে নিযুক্ত করণার্থে প্রস্তাব হইল।

কা° বিণ্ট দ্বারা,	জা° রসল সাহেব,	রাজা রাধকান্ত পোষকতাকরেন,
উ° ষ্টরম সাহেব,	রা° ওয়াটসন,	পুসন্নকুমার ঠাকুর, ঐ
কু° সম্ভচরণ ঘোষাল,	ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যয়,	রামকমল সেন, ঐ

রাজা কলীকৃষ্ণ বাহাদুর, পুস্তাব করিলেন অন্য ইংলণ্ডীয় ৬ জনকে কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া ২৪ চব্বিশ জন কর্ম্মাধ্যক্ষ হউন। রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর পোষকতা করিলেন।

মে° উ° ষ্টর্ম,
জি° বিণ্ট,
মে° রাবর্ট ওয়াট্সন,
মে° জেমস হোষ্ট,
মে° জে মেকলিজেন,
মে° উ° ফারগিউসন,
} কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন,

বিণ্ট সাহেব, পুস্তাব করিলেন যে স্বদেশীয় ভাষাব্যবহারের যে পুশ্ন হইয়াছিল তাহার বিচার এ মাসের শেষ সোমবারে হউক, কারণ এই যে তাবৎ অধ্যক্ষের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত কাল বিলম্ব হয়, ইহাতে বাবু রামকমল সেন, পোষকতা করিলেন এবং সকলের সম্মতি হইল যে টউনহালে সাধারণ সভা হউক।

১২৪৫ শাল ২জ্যৈষ্ঠ সোমবার নিরূপিত স্থানে নবম সভা হইল।

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর,

ডং ফারগিউসন সাহেব,

প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

গত বৈঠকে যে২ ব্যক্তির নাম উল্লেখ হইয়াছিল, তাঁহারা মেম্বর পদে নিযুক্ত হইলেন।

মেম্বর পদে নিযুক্ত করণার্থে প্রস্তাব হইল।

হরি সাহেবদ্বারা জেম্‌স কোহন, রাধাকান্ত বাহাদুরের পোষকতায়

ডং আদম সাহেব, যিনি বাঙ্গলা ও বেহার প্রদেশে বিদ্যাভ্যাসবিষয়ের অন্বেষণ করণার্থ গবরন্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার প্রেরিত তদ্বিষয়ের তৃতীয় পুস্তক ও তাহার পত্র পাঠ হইল, অনুমতি হইল যে আদম সাহেব, যে পুস্তক পাঠাইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া ঐ বিষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পুস্তক প্রার্থনায় এক পত্র লেখা যায়, এবং রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রামকমল সেন, ঐ সকল পুস্তকের সদসদ্বিবেচনা করণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মেং মার্শমান সাহেবের, প্রেরিত পত্র পাঠ হইল যাহাতে তিনি সভার কার্য্যের বিবরণ বিনা বেতনে স্বীয়

কাগজে প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়াছেন ইহাতে অনুমতি হইল যে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া এক পত্র লেখা যায়।

কুমার সত্যচরণ ঘোষালের নিকট হইতে আগত পত্র পাঠ হইল, যাহাতে তাঁহার অনেক২ অভিপ্রায় বিশেষতঃ বাকরগঞ্জে শাখাসভা স্থাপিতা হয়, ইহা লিখিত আছে, মত হইল যে ভাবি সভাতে ইহার বিবেচনা হইবেক।

পশ্চাল্লিখিত ভূম্যধিকারিরদিগের ক্লেশ বিবরণ পত্র বাবু মথুরানাথ মল্লিকের নিকট হইতে আগত হয়, তৎ পাঠানন্তর মত হইল যে আগামি সভায় ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া পুনরায় ইহার উপস্থিত করা যাইবেক।

১ সরকারের লাভ ও শুভিতা নিমিত্তে নূতন টাকা করিলেন সে টাকা চালাইতে হিসাবের গোলমাল আর যে আপত্তি তাহা সকলেই জানেন, ইহাঁরা একহিশাবে শতকরা বাটা ৪॥ টাকা অন্যত্র ৬॥৵৮ হিশাবে লিখেন, কিন্তু খাজানার উপর ৬॥৵৮ চড়াইয়া লইলেন, এক্ষণে সাবেক খাজনা আদায় হওয়া দুঃহ তাহাতে বাটার কথা বক্তব্য কি, এবং অল্পখাজনার উপর আমরা সর্ব্বত্র বাটা পাইনা, প্রজালোক সর্ব্বদা নালিশ করে, জোর নাকরিলে দেয় না জোরকরা সর্ব্বদা চলেনা প্রজালোক পলায়ন করে সুতরাং খাজানার ব্যাঘাত হয়।

২ টাকা সরকারী টেক্‌সালে জন্মে ইহাতে ফুটা ভাঙ্গা দাগী হয়, বহুদিন ফিরিতে২ ক্ষয় হইয়া কমি হয়, দুঃখি পুজা লোক মজুর লোক যাহা পায় তাহাই লয় আর তাহাই খাজনায় দেয় সে টাকা আমরা ফেরৎ করিতে পারিনা কিন্তু কালেক্টরি কাছারিতে ফেরত হয় তাহার উপর চোটা বাটা দিতে হয় ইহাও এক প্রকার লোকসান ইং লাং হিসাব করিলে লক্ষ২ টাকা দণ্ড হইয়াছে অনেক ভূম্যধিকারী ইহাতে মারা গিয়াছে।

৩ যখন কোম্পানির সুদের হার ১০ দশটাকাছিল তখন ১২ টাকা সুদ দেনা পাওনার হিসাবে হইত এক্ষণে সর কারি সুদ ৪ ও ৫ টাকা, সরকার কোন হিশাবে ১২ টাকা লয়েননা কিন্তু খাজানা বাকির উপর ১২ টাকা লয়েন ইহার খেশারত ভূম্যধিকারিরা সুদ জরিমানা দিতে অনেকে মারা গেল, ইং লাং হিশাব করিলে কত ক্রোর টাকা হইবেক।

৪ জমিদারের সুসারমতে টাকা লওয়া নাই ত্রেজুরির হুণ্ডী সর্ব্বদা পাওয়া যায়না যে জেলায় তালুক সেই জেলায় টাকা পাঠাইতে হয় তাহার নেগাবানী খবরদারী শরকার হইতে মিলেনা পথে ডাকাইতী হইলে জমিদারের লোকসান।

৫ বাকীর নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব নিলামের ইস্তাহার দেন তাহাতে ক্রেতারদিগের জ্ঞাপনার্থে জমি

জমার বিশেষ বিবরণ দেন না নিরূপিত কালে নিলাম করেন না কখন২ উপযুক্ত ক্রেতারা আসিয়া ফিরিয়া যায়, নিলাম সর্ব্বদা ফেরে নিলাম সাব্যস্ত মঞ্জুর হইতে অনেককাল যায়, বিক্রয় প্রকৃত বা উচিতমতে সমাচারের কাগজে ঘোষণা করেন না লোকে জানিতে পারেনা, নামঞ্জুর দেরি ও সুদলোকসান ভয়ে অনেকে লয় না সুতরাং অত্যল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়া যায় জমিদার মারা পড়ে।

৬ পূর্ব্বে দস্তুর ছিল জমিদারের নিকট বাকি আটক হইলে ক্রোকশাঁজোআল দিয়া বাকি আদয় করিতেন, এবং বন্দোবস্ত করিয়া লইতেন জমিদার বেওতন হইত না এক্ষণে শাঁজোয়াল রহিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ বাকীর নিমিত্তে বহুমূল্যের জমিদারি সমুদায় মহল বিক্রয় করিয়া লয়েন কিন্তু কেতা২ বিভাগ করিয়া বিক্রয় করিলে খরিদার অনেক হয় উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

৭ কদিম হইতে প্রজালোকের স্থানে খাজানা আদায় তলব কারণ কোটাল অর্থাৎ নেগাহাবানের মাহিয়ানা চাকরান জমিতে মকরর আছে এক্ষণে মেজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ চাকরদিগের খাজানা আদায় করিতে মানা করেন ইহাতে জমিদার লোকের খাজানা আদায় খতরা হইয়া জেরবার হইতেছে এবং নূতন লোকের মাহিয়ানা খরচার বৃদ্ধি।

৮ হুকুমের স্থৈর্য্য নাই, দক্ষিণ দেশে ছয়লাপীর পর হুকুম দিলেন প্রজালোকের স্থানে খাজানা লইবেন না, মাফী পাইবে, পরে বাকী খাজানার সুদ জরিমানা লইলেন, কাহারো বা বহুমূল্য জমিদারী নিলাম করিলেন কোনস্থানে ১ টাকামূল্যে স্বয়ং শরকার খরিদ করিলেন।

৯ পূর্ব্বে দস্তুর ছিল কালেক্টর সাহেব অন্যায হুকুম দিলে রিবিনিউ বোর্ডে দরখাস্ত করিলে তজবিজ হইত, এক্ষণে তাহা রদ হইয়া চারি২ জেলাতে এক২ জন কমিসিনর মকরর হইয়াছেন, এক২ জেলা ৫। ৬ দিনের রাস্তা তফাত, তেঁহ জেলায়২ ফেরেন কালেক্টর সাহেবের অন্যায় কমিসিনর সাহেবের নিকট জানাইতে হইলে সমাচার জানিয়া গেলে পর শুনাযায় যে সেজেলা হইতে অন্য জেলায় গিয়াছেন পুনরায় ৫। ৬ দিনের রাস্তা না গেলে তাঁহার নিকট পৌছা যায় না, ইহাতে জমিদার প্রভৃতি লোকের জেরবারী হইতেছে।

১০ পূর্ব্বে সালতামামীতে বাকীর নিমিত্ত ইস্তাহার হইত আর দীর্ঘকালানন্তর বিক্রয় করিয়া লইতেন, এক্ষণে মাসে২ ইস্তাহার বিক্রয় করা দবদবা কি যথার্থ জানাযায় না নিকট২ নিলাম হওয়াতে ও সর্ব্বদা ইস্তাহার দেওয়াতে প্রজালোক নির্ভয় হইয়াছে কারণ জমিদার

বদল হইলেই তাহাদিগকে খাজানা দিতে হয় না ইহাতে জমিদারের খারাবি হইতেছে।

১১ প্রজালোকের নিকট জমিদারের খাজানা বাকী থাকিলে সপ্তম কানুনে জমিদার লোক প্রজার নামে নালিস করিলে ৪। ৬ মাসের কম ফয়শালা হয় না জমিদারের নিকট বাকীর নিমিত্তে মাস ২ লাটবন্দী হইয়া বিক্রয় হয় দ্বিতীয় হপ্তম ডিকিরি হইলে প্রজার স্থাবর আদি আকর বিক্রয় করিতে অধিক কাল লাগে।

১২ কদিম হইতে দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর পীরোত্তর মহাত্রাণ নিষ্কর ভূমি যে সকল আছে তাহা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া খাজানা লইতেছেন ইহাতে বাঙ্গালার লোকের নেহাএত খারাবি হইতেছে।

১৩ বয়নামায় শরত আছে হাসিল ও পতিত ও চাকরাণ ও জঙ্গল ইত্যাদি জমিন জমিদারলোক দখল করিবেক এক্ষণে চাকরাণ ও পতিত ও জঙ্গল আবাদী জমিদারলোক অনেক খরচদ্বারা যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা লইতেছেন ইহাতে জমিদার লোকের খারাবী হইতেছে।

১৪ শরকার চৌকীদারী নামে এক নূতন টেক্স করিয়াছেন প্রতি ৪০। ৫০ ঘরের নেগাবানী চৌকির নিমিত্তে একজন চৌকিদার মকরর করেন ইহার মাহি-

খানা পুজা লোকের স্থানে আদায় করেণ, নাদিলে মেজেষ্ট্রেট সাহেব তাহার তলব দেন গুণাহাগারী করেন, ঐ সকল চৌকীদার অকর্ম্মণ্য চুরি ডাকার্তা নিবারণে অক্ষম কিন্তু সর্ব্বদা কিঞ্চিৎ২ নাপাইলে থানায় নালিস করে উৎপাত বাদায়, ডাকাতী চুরী হইলে মেজেষ্ট্রেট সাহেব জমিদার তালুকদারকে তলব দেন তাহাদিগের গমস্তা ও পুজালোককে কএদ করেন ফাটকে দেন রাইয়ত লোক ঘরদরজা ছাড়িয়া পলায়, তাহাতে জমিদাররের লোকসান খাজানা আদায় হয় না।

১৫ শরকারের তরফ থানাদার ফাঁড়িদার ও চৌকীদার মকরর আছে ইহারা চৌকীদিবেক ও পুজার নেগাহাবানি করিবেক কিন্তু মেজষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দেন যে গ্রামে২ প্রতিঘরের এক২ জন রাত্রে থানাদারের লোকের সঙ্গে রোন্দে ফিরিবেক, চৌকিদিবেক বিশেষত জমিদারের গমস্তা মণ্ডলের উপর জেয়াদা সক্তাই এ হুকুম নামানিলে কএদ ও চালান হইতে হয়, গরিব লোক দিনে আপন২ কর্ম্ম মজুরী করে আর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া চৌকী দেওয়া বড় দুঃখ ইহাতে ও নিষ্কৃতি নাই, থানার লোক মহল মহলে এ নিমিত্ত বন্দবস্তী মাস২ টাকা লয় নাদিলে গাফলী অদুল হুকুম রিপোর্ট করিয়া চালান কএদ্ গুনাহাগারি করায়।

১৬ জমিদারির মধ্যে চুরি ডাকাতী খুন দাঙ্গা হইলে তাহার আসামি গেপ্তার করিয়া অথবা ধরিয়া দিতে মেজেষ্ট্রেট সাহেব মহলার জমিদারের প্রতি হুকুমদেন তাঁহার হুকুম বজায় না আনিতে পারিলে তাহার তলব হয় আদালতের নাজির ও আমলার দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত অপমান ভয়ে জমিদার লুকায় বা পলায়, তাহার বাটী দরজা খিড়কী বন্দ হয় পরে জমিদারী ক্রোক হয়।

১৭ মেজেষ্ট্রেট সাহেব মধ্যে২ জমিদারের উপর পরওয়ানা দেন ও একরার লয়েন যে তাহার মহলে দুষ্ট লোক চোর ডাকাইত আছে কিনা, ইহাতে জমিদারলোক প্রায় অস্বীকার করে কিন্তু কোন স্থানে ডাকাইতী বা খুন হইলে যদি ঐ মহলের কোন লোক ধরাপড়ে অথবা গোএন্দা লিখিয়াদেয় তবে জমিদারের গুনাহাগারী ও চালান হয় পরে জরিমানা থানাতল্লাসী কএদ ইত্যাদি উপদ্রব হয় কিন্তু জমিদারের আপন মহলের প্রজালোকের উপর কোন হুকুম চলে না যদি দুষ্ট লোক বলিয়া রিপোর্ট করেন তবে পেঁচে পড়েন জমিদারকে তাহার সাবুদ করিতে হয় এক প্রকার আপন রাইয়তের নামে আপনি ফরীয়াদি হন সাবুদ নাহইলে ঐ লোক তাঁহার মন্দকারী হয় ও লোকসান করে।

১৮ জমিদার লোক এই দেশস্থ, বিষয় বিভব পরিবার

সকলি স্বদেশে কুত্রাপি পলাইতে পারে না পলাইলেও বাঁচওয়া নাই ইহাদিগের ফৌজদারি বিষয়ে জামিনি অসম্ভব মেজেষ্ট্রেট সাহেবের তম্বি হুকুম সক্ত পরওয়ানা কথায়২ আইসে ইহারা হাজির হইতে ভয় করে কারণ হাজির হইলে অপমান খরচা অধিক লাগে সুতরাং অপমান ভয়ে লুকিয়া থাকে আর ফৌজদারী লোক ইহাদিগের পিছে ধাবমান হইয়া তাড়াতাড়ি করে মেজে-ষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নানা পুকার রিপোর্ট হয়, হাকিম সাহেবেরা অদুল হুকুম বলিয়া গেপ্তারি পরওয়ানা দেন কোন২ জমিদারের খিড়কী দ্বারে তক্তা মারিয়া বন্দ করেন তাহার চাকর পরিবারেরা বন্দ থাকে বাজার হাট খাইবার জল আনিতে দেয় না ইহা আনিতে হইলে থানাদারের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। জমিদারের থানা তল্লাসী সদর খিড়কীবন্দ থানাদার চৌকীদার বাটীতে আসিয়া নানাপুকার দৌরাত্ম্য করাতে তাহার অপমান ও ক্ষতি অত্যন্ত।

১৯ জমিদার তালুকদারের আদর অনাদর দুই সমান সরকার হইতে কখন কাহার সরফরাজী হইয়াছে এমৎ দেখি নাই কেবল দণ্ডমাত্র ইহাদের উপর সর্ব্বদা ওসয়াস, ও নারাজি দণ্ড্য লোকের ন্যায় ব্যবহার হয়।

২০ জমিদার গেপ্তার হইলে সামান্য নাজিরের জিম্মা

হওয়া তাহার নিকট জামিন দেওয়া ফাটকে থাকা ইহাতে অত্যন্ত অপমান ক্ষতি ও লোকসান।

২১ জমিদারের হাজির জামিন দিতে হয় জেলাতে মফস্বলে কে জামিন হইবেক সামান্য মোক্তার অথবা তাহার মোক্তারের চাকর অথবা মুদি দোকানদারকে জামিন দেয় তাহার খরচা নাজিরের পূজা আমলার দশনী দিতে হয়।

২২ অনেক স্থানে দবদবা আছে যে হাকিমের নিকট কেহ নিশ্চিত নিরূপিত ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত যাইতে পারে না আরজী ব্যতিরেকে কোন বিষয় শুনেন না লোকের সঙ্গে আদালতের কথা ব্যতিরিক্ত কথা কহেন না সুতরাং এমৎ হাকিম দেশের কিছু জানেন না যে দেশে হাকিমী করেন সেদেশের ভিতর কখন দেখেন নাই ও যায়েন নাই।

২৩ হাকিম সাহেবেরা অনেক স্থানে গরমীরদিন শরীর অপটু ওজরে নিরূপিত কালে কাছারিতে উচিতমতে থাকেন না মকদ্দমার শুনানী তজবিজ ও হুকুম দেওনে দেরী হয় ইহাতে লোকের বহুক্লেশ খরচা ও লোকসান।

২৪ তাঁহাদের গাফিলি সববে বা অন্য অবিচার সববে উপর হাকিমের নিকট জানাইতে ইষ্টাম্প কাগজে রীতি-মত নালিশ না করিলে গ্রাহ্য হয় না নালিশ লইয়া ঐ

হাকিমের নিকট তাঁহারি মকদ্দমা তাহাঁর নিকট সোপ-রোদ করেন, সুতরাং তাহাতে লোক পেঁচেপড়ে।

২৫ আদালতের খরচা ইষ্টাম্পের উপর এককালে আগামি দিতে হয় নালিশ করিলে ডিকরী ডিসমিস নয়ানশুট ও আপসে ঐ খরচা কমিবেশী নাই।

২৬ আদালতের আমলাদিগের মাহিয়ানা অল্প তাহার-দিগের কমিসন ফিস নিশ্চিত প্রকাশরূপে মকরর নাই টাকা নাদিলে কোনমতে কর্ম্ম হয়না উৎকোচের সীমা নাই হাকিমেরা অনবগত নহেন কিন্তু ইষ্টাম্প কাগজে নালিশ নাকরিলে শুনেন না তাহার সাক্ষি নাহেন তজবিজ ত্বরায় হয়না ফৈরাদী পেঁচেপড়ে।

২৭ হাকিমের দবদবা পরিবর্ত্তন ইহাঁরা প্রায় বদ-লির দ্বারা কর্ম্মচালান বদলি সাহেব সাবেকের কর্ম্মে দায়ী নহেন ইহাঁর মুলতবি কর্ম্ম তদারক করিতে ও আমলালোক কে কি কার্য্য করে জানিতে অনেক কাল যায়।

২৮ কোন্ মকদ্দমা কবে করিবেন কতকাল লাগি-বেক তাহার বন্দোবস্ত অগ্রেনাই আদালত হাট কেবল গোলমাল দেখা যায়, মকদ্দমা করিতে অনেক দেরি হয়, সাহেবের ফোরসত নাই এই কথা সর্ব্বদা শুনা যায়।

২৯ আদালতের নাজিরি পদ বড় ভারি, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা যাহা করে করিতে পারে, কিন্তু বিশিষ্ট লোক একর্ম্মে হয়না হাকিমের প্রিয় পেয়াদা বা তাহার চাকরের কুটুম্ব সাহেবের পালকির সঙ্গে দৌড়ায় ও মুহুর্মুহু নিকটে থাকে ইহার নামে নালিশ পৌছনা সক্ত, সাহেব ইহার বশ অথবা কথা শুনেন এমৎ অনেক স্থানে ব্যক্ত হওয়াতে এ ক্ষুদ্র লোক হইয়াও বড় অভাগা আসামী ফৈরাদী সাক্ষী ইহার হস্তে মারাযায় ইহার হুকুম কিপর্য্যন্ত তাহা লেখাযায়না মানুষ বুঝিয়া বন্দোবস্ত কিন্তু কেহ কোন মতে ছাড়ান পায় না।

৩০ যখন ফৌজ কুচ হয় বা সরকার লোকের রসদের নিমিত্তে পরয়ানা পাঠান্ তাহার তদবীরের তাই ন থাকে না মেজষ্টরের আমলারা বা জমাদ্দার দশগুণ জিনিস তৈয়ার করিতে হুকুম দেয় সে স্থানে আমলাদের এমৎ সক্তাই যে পরে দুই চারি দিনে সেস্থানে জিনিস মেলা ভার, জিনিস লইয়া যথার্থ মূল্য দেয় না তাহার দৃষ্টান্ত অনেক স্থানে দিতে পারি।

৩১ জলের পথ রাস্তা ঘাট এ কর্ম্ম রাজার কিন্তু তাহাতে যে যে স্থানে সাহেব লোকেরা আপনারা থাকেন নিজ সুখার্থে তৈয়ার ও মেরামৎ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ কর্ম্মে মপস্বলে মনোযোগ নাই, পুলবন্দি খরচা খাজানার

উপর চড়াইয়া লইয়াছেন কিন্তু সেকর্ম্ম হয়না, বন্যা আসিয়া দেশ উচ্ছন্ন হইল জমিদার মারা গেল।

৩২ এতদ্ভিন্ন অনেক বিষয়ে দৌরাত্ম্য অবিচার ভ্রান্তি ও আইনের গোলমাল প্রযুক্ত জমিদারলোকের খারাবী হইতেছে তাহার বিবরণ ক্রমে২ জানাইব, সংপ্রতি যাহা লিখিলাম কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন ইহাতে আর কিছু লিখিতে হয় লিখিবেন, যাহাতে সরকারের নিতান্ত অপযশ হয় ত্যাগ করিবেন, পরে বিবেচনা সিদ্ধ হইলে সোসাইটির রিপোর্টে ভর্ত্তি করিয়া মপস্বলের লোককে বিদিত করিবেন, অপর এক২ বিষয় লইয়া বিবেচনা হইলে গবর্ণর জানরেল সাহেবকে আরজী দিতে হইবেক ইহাতে ফল সিদ্ধ হইতে পারে সন্দেহ নাই. কারণ বুঝা যায় যে হজুর কৌঁসলে এসকল বিষয় বিদিত নহে।

শ্রীমথুরানাথ মল্লিক।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, প্রস্তাব করিলেন যে এই সভার পত্রাদি অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত ইংরেজী, পারশী, বাঙ্গালা, দেবনাগর অক্ষরে এই সভারনামে এক মুদ্রা অর্থাৎ মোহর প্রস্তুত হয়, আর বিভক্ত জেলা নিযুক্ত অধ্যক্ষেরা যেঁ২ পত্রাদি লিখিবেন ও লেখা যাইবেক তাহার নকল

সভার দপ্তরখানায় থাকে, ইহাতে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর পোষকতা করিলেন।

মত হইল যে সভার কতিপয় অনুষ্ঠান পত্র বিতরণার্থ অধ্যক্ষগণের নিকটে পাঠান যায়, তাহার ফর্দ্দ প্রকাশ করাযায়, আর যেং ব্যক্তি যেং জেলায় নিযুক্ত হইলেন তাহা তাঁহারদিগকে পত্র দ্বারা বিজ্ঞাপন করা উচিত।

কলিকাতাস্থ সৌদাগরদিগকে এক পত্র লেখাযায় যে তাঁহারদের সঁহিত অন্তঃপাতি দেশীয় যে সকল ব্যক্তির সহিত ঐক্য আছে এবং অনুমান করেন যে তাঁহারা এ সভায় আসিতে পারেন তাঁহারদিগের নাম লিখিয়া পাঠান।

১২৪৫ সাল ৯ জ্যৈষ্ঠ সোমবার, নিরূপিত স্থানে দশম বৈঠক হইল।

শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মিত্র,
জি বিণ্ট সাহেব,
প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন,
জেম্‌স কোহন সাহেব, সর্ব্বসাধারণ মতে মেম্বরপদে নিযুক্ত হইলেন

মেম্বর পদে নিযুক্ত করণার্থ প্রস্তাব হইল

রামকমল সেনদ্বারা,	জি° স্পিড সাহেব,	প্রসন্নকুমার ঠাকুর পোষকতা করেন	
হরি সাহেব,	উ° কার সাহেব,	রামকমল সেন,	——
প্রসন্নকুমার ঠাকুর,	হে° রো সাহেব,	ঐ	——
বিণ্ট সাহেব,	হে° লাইটন সাহেব, কা° কেমিল সাহেব,	ঐ	——

২৬ আপরেল তারিখে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ে গবরন্মেণ্টে যে সকল আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন তাহার নকলের প্রার্থনায় সভা হইতে যে পত্র প্রেরিত হয় তদুত্তরের পাঠ হইল যাহাতে লিখেন “যে আইনের প্রার্থনা করিয়াছ তাহা ইণ্ডিয়া গবরন্মেণ্টে পাঠান গিয়াছে এবং বোধহয় যে তাহা এক্ষণে আইন কারকের দিগের নিকটে অর্থাৎ লিজিসলেটিব কৌসলে আছে,” ইহাতে মত হইল যে ঐ পত্রে আইনের নকল পাঠাইবেন কি না কিছুই লেখেন নাই, একারণ সেক্রেটরি হেলিডে সাহেবকে এনিমিত্তে পুনরায় আবেদন করাযায়।

উকিল জেম্‌স জজসাহেবের প্রেরিত পত্র পাঠ হইল, যাহাতে তিনি এ সভার আবেদন পত্র যাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবেক তাহার ভার স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে মত হইল যে এতদর্থে তাঁহাকে ধন্যবাদ করাযায় এবং তাঁহাকে লিখা যায় যে এক্ষণে এরূপ আবেদন পত্র কিছুই উপস্থিত নাই।

বাবু মথুরানাথ মল্লিকের গত বৈঠকে উত্থাপিত পত্র ও তাহার তর্জমা পাঠ হইবাতে মত হইল, যে ঐ পত্র বিবেচনার্থ বিণ্ট সাহেব, উং ষ্টরম সাহেব, বাবু রামকমল সেন, এক সবকমিটিতে নিযুক্ত হউন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া উহার কোন২ বিষয়ে সোসাইটির এক্ষণে মনোযোগের যোগ্য হয় তাহা জানান।

জর্জ প্রিনসেপ সাহেব, মুনসি মহাম্মদ আমীর, কুমার সত্যচরণ ঘোষাল, নিষ্কর ভূমির কর নিবারণার্থে সাধারণ আবেদন পত্রের সহিত এই সভা হইতে এক পত্র গবরণ্মেণ্টে লিখিতে হইবেক তাহা প্রস্তুত করণে নিযুক্ত হইলেন।